POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى
وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ
وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ

তিনিই নিজ রসুলকে হেদায়াত এবং সত্য ধর্মসহ পাঠাইয়াছেন যেন তিনি সকল ধর্মের উপর ইহাকে জয়যুক্ত করেন, মোশরেকরা যতই অপছন্দ করুক না কেন।

(তওবা: ৩৩)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 9

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 15

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 11 April, 2024 2 শওয়াল 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

রমযানের গুরুত্ব

১৮৯৮) হযরত আবু হুরাইয়াহ (রা.) –র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন:যখন রমযান মাস আসে, তখন জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়।

১৮৯৯) হযরত আবু হুরাইয়াহ (রা.) –র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: যখন রমযান মাস আসে, তখন উর্ধ্বলোকের দরজা খুলে দেওয়া হয় আর জাহান্নামের দরজা রুদ্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করা হয়।

১৯০১) হযরত আবু হুরাইয়াহ (রা.) –র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: যে কেউ লায়লাতুল কদরে ঈমান রেখে পুণ্যের উদ্দেশ্যে ইবাদতের জন্য দাঁড়ায়, তার পূর্ববর্তী ও পশ্চাতবর্তী সকল পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর যে কেউ ঈমানের সঙ্গে পুণ্যের উদ্দেশ্যে রমযানের রোযা রাখবে, তার অগ্রবর্তী পাপসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

আযানের কাছাকাছি সময় সেহরি খাওয়া।

১৯২০) হযরত সাহাল বিন সাআদ (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি পরিবারের সঙ্গে যখন সেহরি খেতাম, তখন রসুলুল্লাহ্ (সা.)–এর সঙ্গে সকালের নামায পাওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করতাম।

সেহরি ও ফজরের নামাযের মাঝে কতটা ব্যবধান থাকা উচিত?

১৯২১) হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা.)–এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে নবী (সা.) –এর সঙ্গে আমরা সেহেরি খেয়েছি। অতঃপর তিনি (সা.) নামাযের জন্য দাঁড়িয়েছেন। (কাতাদাহ বলতেন) আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আযান ও সেহরির মাঝে কতটা সময়ের ব্যবধান থাকে? তিনি (সা.) উত্তর দিলেন: পঞ্চাশ আয়াতের সমান।

(সহী বুখারী, কিতাবুস সওম)

স্মরণ রাখা উচিত, ঈদের দিন অধিক ইবাদত করার দিন। অন্যান্য দিনে তো পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয কিন্তু ঈদের দিন ছয় ওয়াক্ত নামায ফরয। এদিন অঙ্গীকার করা উচিত যে, আমি আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদানের জন্য সদা চেষ্টা করতে থাকব আর বান্দার অধিকার প্রদানেরও সদা চেষ্টা করতে থাকব। তবেই আমাদের ঈদ হবে প্রকৃত ঈদ

রমযান শেষ হওয়া এবং আজ আমাদের ঈদ উদ্‌যাপন করা নিজেদের ইবাদত থেকে পরিত্রাণ অথবা ঘাটতি অথবা ভালভাবে ইবাদাত না করার অনুমতি মনে করা উচিত নয়। এই ইবাদতই আমাদের ইহকাল ও পরকালে আল্লাহ্ তা'লার কৃপার উত্তরাধিকারী বানানোর জামানত হবে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)–এর নির্দেশনা

আল্লাহ্ তা'লা আজ আমাদেরকে ঈদ উদযাপনের সৌভাগ্যদান করেছেন। কিন্তু প্র ত্যেক মু'মিনের জন্য প্রকৃত ঈদ কেবল এটিই নয় যে, ভাল কাপড় পরিধান করে নিল, ভাল খাবার খেয়ে নিল, বন্ধুদের সাথে বসে আড্ডা দিয়ে সময় অতিবাহিত করল, ঈদের নামায পড়ে মনে করল, এখন তো ঈদের আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন হয়ে গেল তাই এখন আমার ছুটি, যা ইচ্ছা করা যাবে। সেদিন সময় মত যোহরের নামাযের প্রতি দৃষ্টি নেই, আসর নামাযের দিকে মনোযোগ নেই আর অন্যান্য ওয়াক্তের নামাযের প্র তিও কোন ভ্রুক্ষেপ থাকল না। আর নামাযের কথা মনে পড়লেও দ্রুততার সাথে আদায় করে নিল। বরং অনেকে তো ঈদের নামাযও পড়ে না। আর যখন ঈদের নামায পড়া হয়ে যায় তখন খুব ভাবগাম্ভীর্যের সাথে উঠে ঈদের দিন অন্যান্য যেসব ব্যস্ততা থাকে সেগুলোতে মত্ত হয়ে যায়। মনে হয় যেন, ঈদের এটিই প্রকৃত উদ্দেশ্য। এটি শুধু কথার কথা নয় বরং আমি এমন লোকদের দেখেছি যারা ঈদের নামাযও পড়ে না আর বলে যে, আমাদের ঘুম পেয়েছিল তাই আমরা ঘুমিয়ে ছিলাম।

স্মরণ রাখা উচিত, ঈদের দিন অধিক ইবাদত করার দিন। অন্যান্য দিনে তো পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয কিন্তু ঈদের দিন ছয় ওয়াক্ত নামায ফরয। এমনকি মহিলাদেরও যাদের গণনার কিছু দিন নামায মাফ থাকে, তাদেরকে ঈদের দিন ঈদগাহে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব ঈদের দিনের গুরুত্ব অধিক। পাকিস্তানের আহমদীদেরও দোয়া করা আবশ্যক, অবস্থার প্রেক্ষিতে মহিলাদের ওপর সেখানে কতক বিধি–বিধান আরোপ করা হয়েছিল যেন তারা ঈদগাহে না যায়। এরপর করোনা মহামারিতে আরও কঠোরতা আরোপ করা হয়। বরং পুরুষের ওপরও রাষ্ট্রীয় বিধি–নিষেধ আরোপ করার ফলে নিষেধাজ্ঞা দিতে হয়েছে। তাই দোয়া করুন বিশেষত পাকিস্তানে আর সর্বতোভাবে পৃথিবীতে এইসকল বিধি–নিষেধ থেকে আহমদীরা যেন মুক্তি লাভ করে। এখানে তো এবছর তথা দু'বছর পর ঈদ উদ্‌যাপনে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা তুলে নেওয়া হয়েছে তথা নিজ নিজ এলাকায় ঈদ আদায়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং সকলের অংশগ্রহনের অনুমতি আছে। মোটকথা সাধারণ অবস্থায় ঈদের নামায আদায়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ বিষয়টি ভুলে যাওয়া উচিত নয়। আমি বলছিলাম, ঈদের দিন কেবল একটি উদ্দেশ্যে একত্রিত হওয়ার দিন নয় বরং এর মাঝে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ওপর যে দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন, তা অন্যান্য দিনের তুলনায় অধিক পালন করা আবশ্যক। নিজেদের ইবাদতের অধিকার আদায় করা অবশ্যক আর বান্দার অধিকার প্রদান করা যা প্র ত্যেক মু'মিনের জন্য আবশ্যক তা প্রদান করতে হবে। এদিন অঙ্গীকার করা উচিত যে, আমি আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদানের জন্য সদা চেষ্টা করতে থাকব আর বান্দার অধিকার প্রদানেরও সদা চেষ্টা করতে থাকব। তবেই আমাদের ঈদ হবে প্রকৃত ঈদ। অতএব এমন ঈদ অর্জন করার চেষ্টা করা আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে উক্ত অধিকারগুলো প্রদানের বিষয়ে পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যদি আমরা আজ ঈদের দিন এই অঙ্গীকার করে উক্ত অধিকার এবং আবশ্যকীয় দায়িত্বের প্র তি মনোযোগ নিবদ্ধ করি যে, আগামীতে আমরা এগুলো আমাদের জীবনের অংশ বানিয়ে নিব, গত খুতবাতেও আমি সার্বিকভাবে উক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করেছিলাম, তাহলে আমরা আমাদের রমযানের উদ্দেশ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। আর ঈদ উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যও অর্জন করতে সক্ষম হব।

হুযুর আনোয়ার (আই.) সূরা নিসার ৩৭ নম্বং আয়াত সম্পর্কে বলেন– 'এর মাঝে আল্লাহ্ তা'লা কতক আবশ্যকীয়

এরপর ৭ পাতায়.....

ঈদ মোবারক: নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া জামাতের ইমাম হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) এবং জামাত আহমদীয়ার সকল সদস্যকে সাপ্তাহিক বদর পত্রিকা কাদিয়ান এর পক্ষ থেকে ঈদুল ফিতর এর অনেক শুভেচ্ছা রইল। আল্লাহ্ তা'লা এই ঈদ সমগ্র ইসলাম বিশ্বের জন্য কল্যাণমণ্ডিত করুন। আমীন।

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গকৃত। আপনি যখন নিরাপদে আছেন তখন আমি কোনো ক্ষতির পরোয়া করি না।

খোদা তা'লার অভিপ্রায় ছিল এটাই যে উহদের শহীদগণ উহদ প্রান্তরেই সমাহিত হন।

উহদের যুদ্ধের সময় একবার রসুলুল্লাহ্ (সা.) হযরত সাআদ (রা.) কে বলেন:

'তোমার প্রতি আমার মাতাপিতা উৎসর্গীত হোক! অবিরাম তির চালিয়ে যাও।' সাআদ (রা.) তাঁর শেষ বয়স পর্যন্ত এই কথাগুলি অত্যন্ত গর্বভরে বর্ণনা করতেন।

বল তো দেখি, এমন লোকদের বিষয়ে একথা বলা না হয় যে, مِنْهُمْ مَّنْ قَطٰى نَحْبَهٗ তাহলে পৃথিবীতে আর কোন জাতি আছে যাদের জন্য এমন বাক্য প্রযোজ্য হবে?

তাঁরা সত্যিই খোদা প্রেমী ছিলেন আর যেহেতু খোদা তা'লা মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) কে ভালবাসতেন, সেই কারণে আঁ হযরত (সা.)-এর সাহাবাগণকে ভালবাসতেন।

হযরত উম্মে আম্মারা (রা.) তাঁর নিকট নিবেদন করেন, আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের জন্য দোয়া করুন- আমরা যেন জান্নাতে আপনার সাথি হই। তিনি (সা.) দোয়া করে বলেন, হে আল্লাহ্! তাদেরকে জান্নাতে আমার বন্ধু ও সাথি বানিয়ে দাও। সে সময় হযরত উম্মে আম্মারা (রা.) বলেন, পৃথিবীতে আমার সাথে কী ঘটবে সে ব্যাপারে আমার আর ভ্রুক্ষেপ নেই।

মক্কার মুশরেকরা তাদের বিপদকে দুর্বলতা, উদ্বিগ্নতা, বিচলতার মাধ্যমে প্রকাশ করেছে আর মদিনাবাসীরা বিপদকে অসাধারণ ধৈর্য্য , ঈমান, দৃঢ়চিত্ততা, সাহসিকতায় রূপান্তরিত করেছ।

উহুদের যুদ্ধে মুসলমানরাও যথেষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হয় কিন্তু তারা এই ক্ষতি অসাধারণ ধৈর্য্য, ঈমান, দৃঢ়চিত্ততা, সাহসিকতার মাধ্যমে মোকাবিলা করেছে।

উহদের যুদ্ধে আঁ হযরত (সা.)-এর দোয়া কবুল হওয়া এবং সাহাবা ও সাহাবিয়াদের আত্মনিবেদন ও রসুল প্রেমের ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর বর্ণনা

মাননীয় তাহের ইকবার চীমা সাহেব ইবনে হাযার হায়াত চীমা সাহেব (সদর জামাত আহমদীয়া চক ৮৪, ফতেহ জেলা বাহাওয়ালপুর)-এর শাহাদত বরণ এবং শহীদ মরহুমের স্মৃতিচারণ

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে **প্রদত্ত** ৮ মার্চ , ২০২৪, **এর জুমুআর খুতবা (৮ আমান, ১৪০৩ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্‌হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর দোয়া গৃহীত হওয়ার (ঘটনা), যা তিনি (সা.) তাঁর সাহাবী হযরত সা'দ (রা.)-র দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য করেছিলেন। এই ঘটনার উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায়। আয়েশা বিনতে সা'দ তার পিতা হযরত সা'দ (রা.)-র বরাতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, (কাফির) লোকেরা যখন পাল্টা আক্রমণ করে তখন আমি একদিকে সরে যাই আর আমি বলি, আমি নিজেই তাদেরকে সরিয়ে দিবো। হয় তো আমি নিজেই মুক্তি লাভ করবো নতুবা আমি শহীদ হয়ে যাবো। তখন হঠাৎ আমি একজন রক্তিম চেহারার মানুষকে দেখি, মুশরিকরা তাঁর ওপর প্রাধান্য লাভের উপক্রম হয়েছিল তখন সেই ব্যক্তি নিজের হাতে কঙ্কর ভরে তা ওদের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করে আর অকস্মাৎ আমার এবং সেই ব্যক্তির মাঝখানে মিকদাদ এসে যায়, তখন আমি তার কাছে অর্থাৎ মিকদাদকে জিজ্ঞেস করতে মনস্থ করি, তিনি আমাকে বলেন, হে সা'দ! উনি ছিলেন আল্লাহ্ র রসূল (সা.)। এরপর বলেন, (তিনি) তোমাকে ডাকছিলেন। (একথা শুনে) আমি দাঁড়াই এবং আমার এমন মনে হচ্ছিল, আমার (দেহে) কোনো আঘাত ই লাগেনি। প্রথমে আহত অবস্থায় ছিলেন অথবা কোনো কষ্ট ছিল। (তিনি) বলেন, এরপর আমি সেই আওয়াজ শুনে মুহূর্তের মধ্যে দণ্ডায়মান হই আর আমার মনে হচ্ছিল, আমার কোনো কষ্টই নেই। (তিনি) বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে এলে তিনি আমাকে নিজের সামনে বসান আর আমি তির নিক্ষেপ করতে থাকি আর আমি বলতে থাকি, হে আল্লাহ্! (এটি) তোমার তির, এর দ্বারা তুমি তোমার শত্রুকে ঘায়েল করো। আর মহানবী (সা.) বলতেন! হে আল্লাহ্! তুমি সা'দের দোয়া কবুল করো। হে আল্লাহ্! সা'দের (তিরকে) লক্ষ্যভেদ করো। হে সা'দ! তোমার জন্য আমার পিতামাতা নিবেদিত। অতএব, আমি যে তিরই নিক্ষেপ করতাম মহানবী (সা.) তার সাথে সাথে এই দোয়া করতেন। হে আল্লাহ্! তার (অর্থাৎ সা'দ) নিশানা লক্ষ্যভেদ করো আর তার দোয়া কবুল করো। এমনকি যখন আমি তির নিক্ষেপ করতে করতে আমার তূণ খালি করে ফেলি তখন মহানবী (সা.) তাঁর তূণ থেকে তির বের করে বিছিয়ে দেন আর আমাকে ফলা বিহীন এমন একটি তির দেন যার গোড়ার অংশ সঠিকভাবে বানানো ছিল না। তিনি বলেন, আমাকে সেই তিরটি দেন এবং সেটি অন্যান্য তিরের চেয়ে বেশি কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। আল্লামা যুহরী লিখেছেন, সেদিন সা'দ (রা.) এক হাজার তির নিক্ষেপ করেছিলেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২০০-২০১)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এ সম্পর্কে এভাবে লিখেছেন যে, সা'দ বিন ওয়াক্কাস (রা.)-কে মহানবী (সা.) স্বয়ং তির তুলে দিচ্ছিলেন আর হযরত সা'দ (রা.) উপর্যুপরি এই তির শত্রুর ওপর নিক্ষেপ করতেন।

একবার মহানবী (সা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে বলেন, তোমার জন্য আমার পিতামাতা নিবেদিত, অনবরত তির নিক্ষেপ করতে থাকো। সা'দ (রা.) তার জীবনের শেষ বয়স পর্যন্ত এই বাক্যাবলী অত্যন্ত গর্বের সাথে বর্ণনা করতেন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৪৯৫)

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) উহুদের যুদ্ধের দিন নিজের তূণ থেকে তির বের করে আমার জন্য বিছিয়ে দেন এবং তিনি (সা.) বলেন, 'তির নিক্ষেপ করো, তোমার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গিত'।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪০৫৫)

মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে হযরত উমর (রা.), খালিদ বিন ওয়ালীদের নেতৃত্বে পাহাড়ের ওপরের আক্রমণকে কীভাবে প্রতিহত করেছেন, এ সম্পর্কে এভাবে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, যখন মহানবী (সা.) সাহাবীদের দলকে নিয়ে সেই পাহাড়ে অবস্থান করছিলেন তখন হঠাৎ কুরাইশের একটি দল পাহারের ওপরে পৌঁছে যায়। সেই দলে খালিদ বিন ওয়ালীদও ছিলেন। মহানবী (সা.) শত্রুদের ওপরে দেখতে পেয়ে দোয়া করেন, اَللّٰهُمَّ إِنَّهٗ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَعْلُوْنَا. اَللّٰهُمَّ لَا قُوَّةَ لَنَا إِلَّا بِكَ অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! এরা আমাদের ওপর বিজয়ী হবে এটি তাদের জন্য সমীচীন নয়। হে আল্লাহ্! তোমার সাহায্য ব্যতীত আমাদের কোনো শক্তি ও ক্ষমতা নেই। তখনই হযরত উমর ফারুক (রা.) মুহাজিরদের একটি দল নিয়ে তাদের মোকাবিলা করেন এবং তাদেরকে পিছু হটিয়ে পাহাড় থেকে নীচে নামতে বাধ্য করেন। এই ঘটনার প্রে ক্ষিতে আল্লাহ্ তা'লার এ বাণী অবতীর্ণ হয়, وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ (সূরা আলে ইমরান: ১৪০) আর তোমরা দুর্বলতা দেখিও না এবং দুঃখ কোরো না আর যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই তোমরাই জয়যুক্ত হবে।

(সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩২৩)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এ ঘটনাটি উল্লেখ করে বলেন, যখন মহানবী (সা.) গিরিপথে পৌঁছেন তখন খালিদ বিন ওয়ালীদের নেতৃত্বে কুরাইশের একটি দল পাহাড়ে আরোহণ করে আক্রমণ করতে চায়। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর নির্দে শে হযরত উমর (রা.) কয়েকজন মুহাজিরকে সাথে নিয়ে তাদের মোকাবিলা করেন এবং তাদেরকে পিছু হটিয়ে দেন।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৪৯৭)

মহানবী (সা.) আহত হওয়া সত্ত্বেও সাহাবীদের নিয়ে চিন্তা করা সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণি ত হয়েছে, হযরত আবু বকর (রা.) যখনই উহুদের দিনের স্মৃতিচারণ করতেন তখন বলতেন, সেদিন পুরোটিই ছিল তালহার। এরপর এর বিস্তারিত বলতেন, আমি ঐসব লোকদের মধ্যে ছিলাম যারা উহুদের দিন মহানবী (সা.)-এর কাছে ফিরে এসেছিল। আমি দেখি, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর সাথে তাঁর সুরক্ষার জন্য লড়াই করছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা তিনি অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) বলেছেন, তিনি মহানবী (স.)-এর সুরক্ষা করছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি মনে মনে বললাম, সে যেন তালহা হয়। আমার যে সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে তাতো হয়েছেই, আমি মনে মনে বলি, আমার জাতির কেউ যদি হয় তবে সেটি আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়। যাহোক, তিনি বলেন আমার ও মহানবী (সা.)-এর মাঝে এক ব্যক্তি ছিল যাকে আমি চিনতে পারিনি। অথচ ঐ ব্যক্তির চেয়ে আমি আল্লাহ্র রসূল (সা.)-এর অধিক নিকটে ছিলাম এবং সে এত দ্রুত হাঁটছিল যে, আমি ততটা দ্রুত হাঁটতে পারছিলাম না। এরপর দেখি! সেই ব্যক্তি ছিলেন আবু উবায়দা বিন জার্রাহ্ (রা.)। অতঃপর আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছি। তাঁর নীচের পাটির কর্তন দাঁত অর্থাৎ সামনের দুই দাঁত ও ছেদন দাঁতের মধ্যবর্তী দাঁত ভেঙে গিয়েছিল এবং মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত ছিল। তাঁর (সা.) পবিত্র গালে শিরস্ত্রাণের আংটা ঢুকে গিয়েছিল। মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা উভয়ে তোমাদের সাথীকে সাহায্য করো। এর দ্বারা তিনি তালহাকে বোঝাচ্ছিলেন আর তার অনেক রক্ষক্ষরণ হচ্ছিল। মহানবী (সা.) একথা বলার পরিবর্তে যে, 'আমাকে দেখো' বলেছেন, তালহাকে গিয়ে দেখো;

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৯৯)

তার কি অবস্থা? তার শুশ্রূষা করো এবং তার ক্ষতস্থান ঠিক করার চেষ্টা করো।

মহানবী (সা.)-এর যিয়াদ বিন সাকানের প্রতি ভালোবাসা ও স্নেহপূর্ণ আচরণ এবং তার মহানবী (সা.)-এর প্রতি গভীর ভালোবাসারও উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে উল্লেখ আছে, ইবনে ইসহাক লিখেছেন, কাফিররা যখন মহানবী (সা.)-কে ঘিরে ফেলে তখন তিনি (সা.) বলেন, مَنْ رَجُلٌ يَّشْرِيْ لَنَا نَفْسَهٗ অর্থাৎ, কে আছে যে আমার জন্য নিজেকে বিক্রি করবে। তখন যিয়াদ বিন সাকান (রা.) পাঁচজন আনসারী সাহাবীকে সাথে নিয়ে দণ্ডায়মান হন। তবে, কেউ কেউ বলে, তিনি ছিলেন আম্মার বিন ইয়াযীদ বিন সাকান। যাহোক, তারা মহানবী (সা.)-এর সামনে বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে এক এক করে শহীদ হতে থাকেন, এমনকি তাদের মধ্যে শেষ (ব্যক্তি) ছিলেন যিয়াদ অথবা উম্মারা।তিনি লড়তে থাকেন, এমনকি তার (শরীরে) অনেক আঘাত আসে। এরপর মুসলমানদের একটি দল ফিরে আসে আর মুশরিকদের মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, যিয়াদ বিন সাকানকে আমার নকটবতী করো। তখন সাহাবীরা তাকে মহানবী (সা.)-এর নিকটে নিয়ে যান। তিনি (সা.) নিজের পবিত্র কদম তার জন্য বালিশের ন্যায় বানিয়ে দেন আর তার মৃত্যু এরূপ অবস্থায় হয় যে, তার গাল আল্লাহ্র রসূল (সা.)-এর পবিত্র চরণের ওপর ছিল আর তার দেহে চৌদ্দটি আঘাত লেগেছিল।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড,পৃ: ২০৩)

এসব ঘটনার কিছু আমি পূর্বেও বর্ণনা করেছি। কতিপয় বর্ণনায় কিছু নতুন কথাও থাকে, কিছু নতুন বাক্যও থাকে, অথবা ভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা থেকে থাকে, তাই আমি পুনরায় তুলে ধরি।

মহানবী (সা.)-এর উহুদ থেকে মদিনায় ফিরে আসা সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, উহুদের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) উহুদের যুদ্ধের শহীদদের কাফন ও দাফন কার্য শেষে মদিনায় ফিরে আসেন।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.), ৭ম খণ্ড, পৃ: ৫৫]

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২২৭)

আর এ উল্লেখও পাওয়া যায় যে, মাগরিবের নামায মদিনায় আদায় করা হয়। অতএব একজন লেখক লিখেছেন যে, উহুদের প্রান্তর থেকে মদিনায় ফিরে আসতেই মাগরিবের নামাযের সময় হলে হযরত বেলাল আযান দেন। নামায আদায়ের জন্য মহানবী (সা.) হযরত সা'দ বিন উবাদা এবং হযরত সা'দ বিন মুআযের সাহায্য নিয়ে মসজিদে আসেন। নামায আদায়ের পর তিনি (সা.) পুনরায় ঘরে ফিরে যান। এশার নামাযের সময় হলে হযরত বেলাল পুনরায় আযান দেন। কিন্তু মহানবী (সা.) ঘুমের কারণে আসতে পারেননি। অর্থাৎ তিনি বিশ্রাম নিচ্ছিলেন বা ঘুমাচ্ছিলেন। তাই আযানের পর নামাযের জন্য নির্ধারিত সময়ে আসতে পারেননি। হযরত বেলাল (রা.) মহানবী (সা.)-এর (ঘরের) দ্বারেই তাঁর (সা.) অপেক্ষায় বসে থাকেন। এটি নয় যে, ফিরে এসে নামায পড়িয়ে দেন, বরং তাঁর (সা.) অপেক্ষায় বসে থাকেন। রাতের বেশ কিছুটা অংশ অতিবাহিত হয়ে গেলে হযরত বেলাল মহানবী (সা.) -কে নামাযের জন্য ডাকেন। তিনি (সা.) নামাযের জন্য আসেন। তখন মহানবী (সা.)-এর অবস্থা পূর্বের চেয়ে তুলনামূলকভাবে ভালো ছিল। এশার নামায পড়িয়ে তিনি (সা.) ঘরে ফিরে যান। নামাযের স্থান থেকে ঘর পর্যন্ত মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাদের মধ্য দিয়ে তিনি (সা.) একাই ঘরে ফিরে যান। এবার কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয়নি। পূর্বে মাগরিবের নামাযে যখন এসেছিলেন তখন সাহায্য নিয়ে এসেছিলেন। এরপর বিশ্রাম নেন, এশার নামায বিলম্বে আদায় করেন আর ফিরে যাওয়ার সময় এবং আসার সময়ও সাহায্যের প্রয়োজন পড়েনি। এরই মাঝে তিনি (সা.) কিছু নারীকে হযরত হামযার জন্য বিলাপ করা অবস্থ ায় পান। তখন তিনি (সা.) তাদেরকে এটি করতে নিষেধ করেন, যেমনটি গত খুতবায় এর উল্লেখও হয়েছে। তিনি (সা.) ঘরে ফিরে যাওয়ার পর প্রহরীরা ছাড়া বাকি সকল নারী পুরুষ নিজ নিজ ঘরে ফিরে যায়।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.), ৭ম খণ্ড, পৃ: ৬৩]

অর্থাৎ এরপর যারা ডিউটিতে ছিল কেবল তারাই সেখানে থেকে যায়। এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন যে, সমস্ত ব্যবস্থাপনা শেষে মহানবী (সা.) সিরিয়ার নিকটবর্তী পথে মদিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৫০২)

অর্থাৎ সকল কাজই হয়েছে। এমন নয় যে, আহত ছিলেন, যে কারণে তৎক্ষণাৎ চলে আসেন, বরং সেখানকার সকল কাজ শেষ করেন।মদিনার নারীদের ধৈর্য এবং সন্তুষ্টির দৃষ্টান্ত। এ সম্পর্কে পূর্বেও আমি নারীদের উদাহরণ উপস্থাপন করেছি। আরও কিছু দৃষ্টান্ত রয়েছে।

হযরত হামনা বিনতে জাহাশ-এর আবেগ কীরূপ ছিল। আল্লাহ্র রসূল (সা.) যখন উহুদের যুদ্ধ থেকে মদিনায় ফিরে আসেন তখন তাঁর (সা.) সাথে হযরত মুস'আব বিন উমায়ের (রা.)-এর সহধর্মিণী হযরত হামনা বিনতে জাহাশ (রা.)-এর সাক্ষাৎ হয়। লোকজন তাকে তার ভাই হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ (রা.)-এর শাহাদতের সংবাদ প্রদান করে। এতে তিনি (রা.) اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْن পড়েন এবং তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন। এরপর লোকজন তাকে তার মামা হযরত হামযা (রা.)-এর শাহাদতের সংবাদ প্রদান করে। এতে তিনি (রা.) اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْن পড়েন এবং তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন। এরপর লোকজন তাকে তার স্বামী হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-এর শাহাদতের সংবাদ প্রদান করে। এতে তিনি (রা.) কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং অস্থির হয়ে উঠেন। এ অবস্থা দেখে মহানবী (সা.) বলেন, নারীদের কাছে তার স্বামীর জন্য এক বিশেষ মর্যাদা থাকে।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৩৯৬)

অপর এক বর্ণনায় হযরত হামনা বিনতে জাহাশ (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন তাকে বলা হয়, তোমার ভাইকে শহীদ করা হয়েছে তখন

তিনি বলেন, আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন এবং বলেন, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْن। লোকজন বলে, তোমার স্বামীকেও শহীদ করা হয়েছে। তখন তিনি বলেন, হায় পরিতাপ! এতে মহানবী (সা.) বলেন, একজন নারীর তার স্বামীর সাথে এমন সম্পর্ক থেকে থাকে যা অন্য কারো সাথে নেই।

(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুল জানায়েজ, হাদীস-১৫৯০)

একটি বক্তৃতায় হযরত খলীফাতু ল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-ও এই ঘটনাটিকে নিজস্ব ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ যেখানে হযরত মুস'আব বিন উমায়ের (রা.)-এর শাহাদত বরণের ঘটনা রয়েছে। হ্যাঁ, এই ঘটনাই উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-এর শাহাদত বরণের ঘটনা এবং তার শাহদত বরণে তার সহধর্মিণীর আবেগের যে বহিঃপ্রকাশ ছিল, তার বর্ণ না করেছেন। তিনি (রাহে.) বলেন, সেই সাহাবী বা সাহাবীয়াগণ, যাদের (শাহাদত বরণকারী) আত্মীয়স্বজনের সংখ্যা একের অধিক ছিল, তাদেরকে ধীরে ধীরে এমনভাবে সংবাদ দেওয়া হতো যেন এই আঘাত সম্পূর্ণরূপে (তাদের) হৃদয়কে আচ্ছন্ন না করে নেয়। অর্থাৎ সেই সকল শহীদদের নিকটাত্মীয় যারা রয়েছে, যদি তাদের (শহীদ আত্মীয়স্বজনের) সংখ্যা একের অধিক হতো তবে এমন নয় যে, সকলের সম্পর্কে একসাথেই বলে দেওয়া হতো, বরং ধীরে ধীরে বলা হতো। প্রথমে একজন সম্পর্কে বলা হতো, এরপর দ্বিতীয়জন সম্পর্কে, এরপর তৃতীয়জন সম্পর্কে, যেন বেশি আঘাত না আসে। সুতরাং যখন মহানবী (সা.)-এর নিকট হযরত আব্দুল্লাহ্র বোন হামনা বিনতে জাহাশ (রা.) উপস্থিত হন তখন তিনি (সা.) বলেন, হে হামনা! তুমি ধৈর্য ধারণ করো এবং খোদার কাছে পুণ্য লাভের আশা রাখো। তিনি (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! কার পুণ্যের? তিনি (সা.) বলেন, তোমার মামা হামযার। তখন হযরত হামনা (রা.) বলেন, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْن غَفَرَ لَهٗ وَرَحِمَهٗ هَنِيْئًا لَهُ الشَّهَادَةَ এরপর রসূলে করীম (সা.) বলেন, হে হামনা! ধৈর্য ধারণ করো এবং খোদার কাছে পুণ্য লাভের আশা রাখো। তিনি (রা.) নিবেদন করেন, এটি কার পুণ্যের? তিনি (সা.) বলেন, তোমার ভাই আব্দুল্লাহ্র। এতে হযরত হামনা (রা.) পুনরায় এটিই বলেন যে, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْن غَفَرَ لَهٗ وَرَحِمَهٗ هَنِيْئًا لَهُ الشَّهَادَةَ পুনরায় তিনি (সা.) বলেন, হে হামনা! ধৈর্য ধারণ করো এবং খোদার কাছে পুণ্য লাভের আশা রাখো। তিনি (রা.) নিবেদন করেন, হুযূর! এটি কার জন্য? তিনি (সা.) বলেন, মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-এর জন্য। এতে হযরত হামনা (রা.) বলেন, হায় পরিতাপ! এটি শুনে রসূলে করীম (সা.) বলেন, সত্যিই স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অনেক বড় অধিকার রয়েছে, যা অন্য কারো নেই। তাকে অর্থাৎ হযরত হামনাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, তুমি এরূপ বাক্য কেবল স্বামীর ক্ষেত্রে কেন বললে? এতে তিনি (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! তার সন্তানদের এতীম হওয়ার কথা আমার মনে পড়ে যায়, যার ফলে আমি অস্থির হয়ে উঠি এবং অস্থিরতার কারণে আমার মুখ দিয়ে এরূপ বাক্য বের হয়েছে। এ কথা শুনে মহানবী (সা.) হযরত মুসআব (রা.)-এর সন্তানদের জন্য দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! তাদের তত্ত্বাবধায়ক ও জ্যেষ্ঠরা যেন তাদের প্রতি কোমল ও দয়াশীল হয় এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করে।

[খুতবাতে তাহের, (খিলাফতের পূর্বের), পৃ: ৩৬৩)

হযরত হিন্দ (রা.) যার উল্লেখ আমি বিগত কোনো এক খুতবায় করেছি, রসূলে করীম (সা.)-এর প্রতি তার যে প্রেম ও ভালোবাসা ছিল এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন সম্পর্কে এভাবে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, হযরত হিন্দা যার কথা আমি পূর্বের একটি খুতবায় উল্লেখ করেছি, মহানবী (সা.)-এর প্রতি তার প্রেম-ভালোবাসা এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের বিষয়ে এভাবে উল্লেখ রয়েছে- যখন তিনি তার স্বামী, ভাই ও পুত্রের শাহাদাতের খবর জানতে পারলেন, অর্থাৎ তিনজনই শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল। তিনি তিনজনকে প্রথমে মদীনায় নিয়ে এসেছিলেন কিন্তু পরে তিনি তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যান যার বিস্তারিত বর্ণনা এভাবে করা হয়েছে যে, খোদা তা'লার অভিপ্রায় ছিল যেন উহুদের শহীদদের উহুদ প্রান্তরেই দাফন করা হয়।

এ পর্যন্ত আমি পূর্বেও বর্ণনা করেছি। হযরত আয়েশা যিনি উহুদের খবর নেবার জন্য বের হয়েছিলেন- তিনি হযরত হিন্দাকে খবরাখবর জিজ্ঞেস করেন যিনি উহুদ থেকে ফেরত আসছিলেন। এর উত্তরে হযরত হিন্দা বলেন, যেভাবে আমি গত খুতবায় বর্ণনা করেছি। সেটির আরো বিস্তারিত বিবরণ হলো, হযরত হিন্দা বলেন, মহানবী (সা.) সুস্থ আছেন এবং তাঁর (সা.) পরে সকল কষ্ট সহজ। মহানবী (সা.) যেহেতু ভালো আছেন তাই তেমন কোনো কষ্টের বিষয় নেই। এরপর হযরত হিন্দা এ আয়াত পাঠ করেন, وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا অর্থাৎ, আর আল্লাহ্ অস্বীকারকারীদেরকে তাদের ক্রুদ্ধ অবস্থায় (মদীনা থেকে) ফিরিয়ে দিলেন (এবং) তারা কোনো কল্যাণ লাভ করতে পারে নি। আর যুদ্ধে আল্লাহ্ই মু'মিনদের পক্ষে যথেষ্ট হয়ে গেলেন। আল্লাহ্ অতি ক্ষমতাবান, মহাপরাক্রমশালী। [সূরা আল-আহযাব: ২৬]

হযরত আয়েশা জিজ্ঞেস করেন, উষ্ট্রীর ওপর কে কে আছে? তখন হযরত হিন্দা বলেন, আমার ভাই, আমার ছেলে খাল্লাদ এবং আমার স্বামী আমর বিন জামূহ রয়েছে। হযরত আয়েশা জিজ্ঞেস করেন, তুমি তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো? তিনি নিবেদন করেন, তাদেরকে মদীনায় দাফন করার জন্য নিয়ে যাচ্ছি। অতঃপর তিনি তার উটকে হাঁকাতে চাইলেন কিন্তু উট মাটিতে বসে যায়। হযরত আয়েশা বলেন, এটির ওপর ওজন বেশি হয়ে গিয়েছে। এটি শুনে হযরত হিন্দা বলেন, এটি তো দুটি উট পরিমাণ ওজন নিতে সক্ষম কিন্তু এখন এটি এর উল্টা করছে। এরপর তিনি উটকে বকাঝকা করলে সেটি দাঁড়িয়ে যায়। তিনি যখনই তার মুখ মদীনার দিকে ফিরিয়ে দেন তখন সে আবার বসে পড়ে। আর তিনি যখন উহুদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে দেন তখন উট দ্রুত চলতে থাকে। অতঃপর হযরত হিন্দা মহানবী (সা.)-এর নিকট আসেন এবং তাঁকে (সা.) এ ঘটনা শোনান। তিনি (সা.) বলেন, এই উটকে নিয়ন্ত্র ণ করা হয়েছে অর্থাৎ এটিকে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এ কাজেই লাগানো হয়েছে যে, মদীনার দিকে যেও না বরং উহুদের দিকেই থাকো। তিনি (সা.) বলেন, তোমার স্বামী কি যুদ্ধে যাবার পূর্বে কিছু বলেছিল? তিনি বলেন, আমর যখন উহুদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছিল তখন তিনি কিবলামুখী হয়ে এটি বলেছিল, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে আমার পরিবারের কাছে লজ্জিত করে ফেরত পাঠিও না এবং আমাকে শাহাদাতের সৌভাগ্য দান করো। এটি শুনে মহানবী (সা.) বলেন, এ কারণে উট হাঁটছে না। তিনি (সা.) বলেন, হে আনসাররা! তোমাদের মাঝে কতক এমন পুণ্যবান রয়েছে যারা খোদার কসম খেয়ে যদি কোনো কথা বলে তবে খোদা তা'লা তাদের সে কথা অবশ্যই পূর্ণ করেন এবং আমর বিন জামূহ-ও তাদের মাঝে একজন। অতঃপর তিনি (সা.) আমর বিন জামূহএর স্ত্রীকে বলেন, হে হিন্দা! যে সময় তোমার ভাই শহীদ হয়েছে সেই সময় থেকে ফেরেশতারা তাকে ছায়া প্রদান করে আছে এবং অপেক্ষায় আছে যে, তাকে কোথায় দাফন করবে? মহানবী (সা.) তাদের দাফন-কাফন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। এরপর তিনি (সা.) বলেন, আমর বিন জামূহ, তোমার ছেলে খাল্লাদ এবং তোমার ভাই আব্দুল্লাহ্ জান্নাতে সহাবস্থান করবে। এটি শুনে হিন্দা নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমা র জন্যও দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাকেও তাদের সান্নিধ্যে পৌঁছে দেন।

(কিতাবুল মাগাযি, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৩২-২৩৩)

সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস থেকে রেওয়ায়েত হয়েছে যে, বনূ দীনার-এর এক মহিলা পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন- যার স্বামী, ভাই এবং পিতা রসূলুল্লাহ (সা.) উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তারা সবাই শহীদ হয়েছেন। এই মহিলাকে সমবেদনা জানানো হলো তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মহানবী (সা.) কেমন আছেন? লোকেরা বলল হে অমুকের মা! তিনি ঠিক আছেন। সকল প্রশংসা আল্লাহর, তুমি যেমনটি চাও তিনি (সা.) তেমনই আছেন। সে মহিলাটি বলল, তাকে (সা.) আমাকে দেখাও। আমি তাকে (সা.) দেখতে চাই। তখন ইশারা করে সেই মহিলাটিকে মহানবী (সা.)-কে দেখানো হলো। সেই মহিলাটি বলল, তিনি (সা.) ঠিক থাকলে প্রতিটি বিপদাপদ তুচ্ছ। (সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৫৪৫)

আরেকটি বর্ণনায় সেই মহিলার পুত্রের শহীদ হবার কথাও বর্ণিত হয়েছে। হযরত আনাস বিন মালিক বলেন, উহুদের যুদ্ধের সময় যখন মদীনাবাসী উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়ে, কেননা গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে, মহানবী (সা.)-কে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। এমনকি মদীনার অলিগলিতে আর্তনাদ হচ্ছিল। একজন আনসারী মহিলা বিচলিত হয়ে ঘর থেকে বের হলে, সে নিজ ভাই ও স্বামীর লাশ দেখতে পেল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি না যে, (সেই মহিলাটি) আগে কার (লাশ) দেখেছে? সে যখন শেষ (লাশটির) পাশ দিয়ে গেল তখন সে বলল, এটি কে? লোকেরা বলল, তোমার ভাই, তোমার স্বামী ও তোমার ছেলে। সে জিজ্ঞাসা করল, মহানবী (সা.) কেমন আছেন? লোকেরা বলল, তিনি (সা.) সামনে আছেন। সে মহিলা হেঁটে মহানবী (সা.) -এর কাছে গেল এবং মহানবী (সা.)-এর (চাদরের) কোণা ধরে ফেলল ও বলল, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গকৃত। আপনি যখন নিরাপদে আছেন তখন আমি কোনো ক্ষতির পরোয়া করি না। (মুজামুল আওসাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩২৯-৩৩০)

এক বর্ণনা মতে, এই মহিলার নাম সামীরা বিনতে ক্যায়স ছিল যে নো'মান বিন আবদ আমর-এর মাতা ছিলেন।

(কিতবুল মাগাযি, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৫১)

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) একস্থানে এই ঘটনার উল্লেখ এভাবে করেছেন যে, তিনি (রা.) বলেন, সাহাবীদের মাঝে এরূপ সাহসিকতার

ঘটনা অধিকহারে পাওয়া যায়। জগতের কোটি কোটি লোকদের মাঝে এবং শত শত দেশের মাঝে এরূপ (সাহসিকতার) উদাহরণ কয়েকটি পাওয়া যাবে। কিন্তু কয়েক হাজার সাহাবীর মাঝে শত শত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এটা ঠিক, অন্যদের মাঝে এরূপ উদাহরণ পাওয়া যায় তবে তা কোটি কোটি লোকদের মধ্যে এক দুটি কিন্তু এখানে তো হাজারের মাঝে শত শত ঘটনা পাওয়া যায়। কত-না উত্তম দৃষ্টান্ত যা এক মহিলার সাথে সম্পৃক্ত।এরপর হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি এ ঘটনা কয়েকবার বর্ণনা করেছি। আর এটি এমনই এক ঘটনা যা প্রতিটি সভায় শোনানোর যোগ্য। এর স্মরণ যেন জীবিত রাখা হয়। কিছু ঘটনা এমন মহান হয়ে থাকে যা বার বার শোনানোর পরও পুরনো হয় না। এমনই সেই মহিলার এক ঘটনা যে উহুদের চলাকালীন সময়ে মদীনাতে এ সংবাদ পায় যে, মহানবী (সা.) শহীদ হয়ে গেছেন। তিনি বিচলিত হয়ে মদীনার অন্যান্য মহিলাদের সাথে বের হয়ে যান। আর উহুদ হতে প্রথম অশ্বারোহীকে যখন তিনি ফিরে আসতে দেখেন, তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, মহানবী (সা.) কেমন আছেন? সে বলল, তোমার স্বামী মারা গেছেন। সে বলল, আমি তোমাকে মহানবী (সা.) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম আর তুমি আমাকে আমার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ দিচ্ছ। সে বলল, তোমার পিতাও মারা গেছেন। সে (মহিলা) বলল, আমি তোমাকে রসূলে করীম (সা.) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম আর তুমি আমাকে আমার পিতার কথা বলছ। সেই অশ্বারোহী বলল, তোমার দুই ভাই নিহত হয়েছে। কিন্তু সেই মহিলা বলল, তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর তাড়াতাড়ি দাও। আমি আত্মীয়দের সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি নি। আমি তো মহানবী (সা.) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি। সেই সাহাবীর হৃদয়ে যেহেতু প্রশান্তি ছিল এবং সে জানত তিনি (সা.) নিরাপদে আছেন। এজন্য তার মনে হলো, এই মহিলার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তার আত্মীয়দের সম্পর্কে যেন তাকে অবগত করা হয়। কিন্তু সেই মহিলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ছিল মহানবী (সা.)-এর সত্তা। তাই তিনি তাকে তিরস্কার করে বললেন, তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। উত্তরে তিনি বললেন, মহানবী (সা.) সুস্থ আছেন। একথা শুনে মহিলা বললেন, মহানবী (সা.) যেহেতু জীবিত আছেন, এখন আর কে মারা গেল তাতে আমার কোন দুঃখ নেই।হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, একথা সুস্পষ্ট যে, এই উপমার সামনে ঐ বৃদ্ধার কোনো তুলনা চলে না যে বিষয়ে স্বয়ং সংবাদদাতা স্বীকার করেছেন।[সেই বৃদ্ধার উল্লেখ করছেন অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে জার্মানির এক বৃদ্ধা যার ছেলে যুদ্ধে নিহত হয় এবং তিনি এই সংবাদে এক কৃত্রিম হাসি দিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন। তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় এ খবর ছাপা হয়েছিল যে, দেখুন! এই মহিলা কতটা ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। তার ছেলে মারা গেছে কিন্তু তিনি কোনো দুঃখবোধ করেন নি এবং হাসতে হাসতে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে কত ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি (রা.) এ বিষয়টির উল্লেখ করেছিলেন।] তিনি (রা.) বলেন, এই প্রতিক্রিয়া চাপা দুঃখের বহিঃপ্রকাশ বলে মনে হয়। সেই মহিলা (প্রতিক্রিয়ার সময়) হাসি তো দিয়েছিলেন কিন্তু এই প্রতিক্রিয়া চাপা আর্তনাদ বলে মনে হয়। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, তিনি ভিতরে ভিতরে কাঁদছিলেন অর্থাৎ ঐ জার্মান মহিলার হৃদয় কাঁদছিল কিন্তু বাহ্যিকভাবে তিনি বীরত্ব দেখানোর ভান করেছেন যে, এটা কোনো ব্যাপারই না। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, কিন্তু সাহাবীয়ার ঘটনা এরূপ নয় যে, তিনি ব্যাথা লুকাচ্ছিলেন এবং মনে মনে কাঁদছিলেন কিন্তু প্রকাশ করছিলেন না বরং এ সাহাবীয়া তো হৃদয়ের অন্ত স্থল থেকে আনন্দিত ছিলেন যে, মহানবী (সা.) জীবিত আছেন। কিন্তু সেই মহিলার হৃদয়ে অবশ্যই চাপা আর্তনাদ দুঃখ ছিল কিন্তু তিনি তা প্রকাশ করতে চাচ্ছিলেন না অর্থাৎ সেই জার্মান (বৃদ্ধা) মহিলা যার হৃদয়ে অবশ্যই ব্যাথা ছিল। কিন্তু এই সাহাবীয়ার হৃদয়ে কোনো প্রকার দুঃখ ছিল না। আর এটি এমন এক অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত যে, পৃথিবীর ইতিহাস এর কোনো তুলনা উপস্থাপন করতে পারবে না। অতএব বল তো দেখি, এমন লোকদের বিষয়ে একথা বলা না হয় যে, مِنۡهُمۡ مَّنۡ قَضٰى نَحۡبَهٗ তাহলে পৃথিবীতে আর কোন জাতি আছে যাদের জন্য এমন বাক্য প্রযোজ্য হবে?

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি যখন এই মহিলার ঘটনা পড়ি তখন আমার হৃদয় তাঁর জন্য সম্মান ও শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। আর আমার মন চায়, হায়! আমি যদি এই পবিত্র মহিলার আঁচল স্পর্শ করতে পারতাম, অতঃপর আমার সেই হাত আমার চোখে স্পর্শ করতাম কেননা তিনি আমার প্রেমাস্পদের জন্য নিজ ভালোবাসার এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। (খুতবাতে মাহমুদ, ২০তম খণ্ড, পৃ: ৫৪২-৫৪৩)

এরপর এই ভালোবাসার বর্হিপ্রকাশের উল্লেখ করতে গিয়ে আরেক জায়গায় তিনি (রা.) বলেন: দেখুন! মহানবী (সা.)-কে সেই মহিলা কতটা ভালোবাসতেন। লোকেরা তাঁকে এক এক করে তার পিতা, ভাই এবং স্বামীর মৃত্যুও খবর দিতে থাকে কিন্তু জবাবে তিনি প্রত্যেকবার একথাই বলছিলেন যে, আমাকে বলো, মহানবী (সা.) কেমন আছেন? একজন মহিলা (সাহাবী) হওয়া সত্ত্বেও তিনি মহানবী (সা.)-এর জন্য এতটা ভালোবাসা দেখিয়েছেন। ”

(আনোয়ারুল উলুম, ২৫তম খণ্ড, পৃ: ৪৪০)

এরপর অপর এক জায়গায় তিনি (রা.) এ বিষয়ে আরো বলেন, এখন আপনারা মনে মনে এই পরিস্থিতির একটি চিত্র অংকন করে দেখুন। আপনাদের মাঝে প্রত্যেকে মানুষ মরতে দেখেছেন নিশ্চয়। সবারই কোনো না কোনো নিকটাত্মীয় মারা যায়। কেউ নিজের মা-কে, কেউ নিজের বাপ-কে, কেউ নিজের ভাই-কে অথবা বোন-কে মারা যেতে দেখেছে নিশ্চয়। সেই দৃশ্য একটু স্মরণ করে দেখুন, কীভাবে নিজের প্রিয়জনেরা নিজ হাতে ঘর থেকে উত্তমসব খাবার রান্না করে নিয়ে আসে এবং (মুমূর্ষু ব্যক্তিকে) খাওয়ায়, চিকিৎসা করে, সেবা করে কিন্তু মুমূর্ষু রোগীর কী অবস্থা থাকে? ঘরে কীরূপ কেয়ামত সংঘটিত হয়। আর মুমূর্ষু রোগীদের নিজের মৃত্যু ছাড়া অন্য কোনো কিছু র চিন্তাই থাকে না। কিন্তু মহানবী (সা.) নিজ সাহাবীদের অন্তরে এমন ভালোবাসা সঞ্চার করে দিয়েছিলেন যে, তাদের কাছে তাঁর (সা.)-এর মোকাবিলায় অন্য কোনো কিছুর প্রতি ভ্রুক্ষেপই ছিল না। কিন্তু এই ভালোবাসা কেবল এ কারণে ছিল যে, তিনি (সা.) খোদা তা'লার প্রিয় ছিলেন। ব্যক্তি মুহাম্মদের কারণে নয় বরং আল্লাহর রসূল হওয়ার কারণে এরূপ অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল। এরপর তিনি (রা). বলেন, তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'লার প্রেমিক ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লাযেহেতু মুহাম্মদ রাসূলুল্লহ (সা.) কে ভালবাসতেন তাই সাহাবাগণও মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (স া.) কে ভালবাসতেন। কেবল পুরুষরা নয়, মহিলাদেরকেও দেখ! তাদের হৃদয়েও মহানবী (সা.)এর প্রতি কত নিঁখাদ ও অকৃত্রিম ভালবাসা বিদ্যমান ছিল। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, এরূপ অকৃত্রিম ভালবাসা আল্লাহ্ তা'লা মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্য তাদের হৃদয়ে সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন তথাপি তারা আল্লাহ্ তা'লাকেই সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিতেন। এরূপ তৌহিদের কারণেই দুনিয়ার প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা বিজয় লাভ করেছে। আল্লাহ তা'লার বিপরীতে পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী কাউকেই প্রাধান্য দিতেন না। একটি বিষয়ই তাদের সামনে ছিল আর তা হলো, তাদের খোদা যেন তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। এজন্যই আল্লাহ তা'লা তাদেরকে রাযিআল্লাহু আনহুম বলেছেন। তারা (সাহাবাগণ) আল্লাহ তা'লাকে সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিতেন আর আল্লাহ তা'লাও তাদেরকেও প্রাধান্য দেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, পরবতীতে মুসলমানদের আল্লাহ তালার সাথে এরূপ সম্পর্ক থাকে নি আর যদি থেকেও থাকে তা কেবল বাহ্যিকভাবে। বাহ্যিকভাবে আমরা বলি আল্লাহতা'লার সাথে আমাদের অনেক সম্পর্ক, আল্লাহ তা'লাকে মান্য করি, তৌহিদের স্বীকারোক্তি দিই কিন্তু হৃদয়ের দিক থেকে নয়; হৃদয় আমাদের অন্য দিকে ধাবিত হয়ে আছে। তাদের সামনে যদি রসূলে করীম (সা.)-এর উল্লেখ করা হয় তাহলে তাদের হৃদয়ে ভালবাসার তরঙ্গ বয়ে যায়। (খুতবাতে মাহমুদ, ২৩তম খণ্ড, পৃ: ৪৬-৪৭)

এসব কিছু থাকা সত্ত্বেও একত্ববাদে যেরূপ বিশ্বাস থাকা উচিত ছিল, সেরূপ বিশ্বাস নেই।

একজন জীবনীকার লিখেছেন, নিঃসন্দেহে মদিনার বিপদ অত্যন্ত কষ্টদায়ক বিপদ ছিল কিন্তু মক্কা ও মদিনার বিপদের মাঝে অনেক বড় পার্থক্য রয়েছে। যদি মক্কা ও মদীনার বিপদের তুলনা করা হয় তাহলে উভয়ের মাঝে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। মক্কার মুশরেকরা তাদের বিপদকে দূর্বলতা, উদ্বিগ্নতা, বিচলতার মাধ্যমে প্রকাশ করেছে আর মদিনাবাসীরা বিপদকে অসাধারণ ধৈর্য্য , ঈমান, দৃঢ়চিত্ততা, সাহসিকতায় রূপান্তরিত করেছ।

উহুদের যুদ্ধে মুসলমানরাও যথেষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হয় কিন্তু তারা এই ক্ষতি অসাধারণ ধৈর্য্য, ঈমান, দৃঢ়চিত্ততা, সাহসিকতার মাধ্যমে মোকাবিলা করেছে।

উহুদের যুদ্ধে মদিনাবাহিনীর ক্ষতির কারণে মদিনার অধিবাসীদের দূর্বলতা ও উদ্বিগ্নতার লেশমাত্র ছিল না। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে, এক মুসলিম নারী উহুদের যুদ্ধক্ষেত্রে নিজ স্বামী-সন্তান,ভাই ও পিতাকে হারান। এরূপ বিপদেও তিনি হতচকিত ও বিচলিত হন নি এবং মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেন। তিনি বনু দিনার গোত্রের মহিলা ছিলেন। তিনি কারযান ময়দান এর দিকে যান ও নিজ স্বামী-সন্তান,ভাই ও পিতাকে রক্তাক্ত অবস্থায় মৃত পড়ে থাকতে দেখেন কিন্তু তিনি এর কোন ভ্রুক্ষেপই করেন নি। তিনি কেবল ঐ ব্যাক্তির কথাই জিজ্ঞাসা করছিলেন যিনি ঐ চারজনের চেয়েও অধিকতর প্রিয় অর্থাৎ মহানবী (সা.)। যখন সেই মহিলা জানতে পারলেন মহানবী (সা.) নিরাপদ রয়েছেন তখন তিনি বললেন যত বড় বিপদই হোক না কেন তা মহানবী (সা.) এর বিপদের তুলনায় তুচ্ছ।

(গাযওয়ায়ে উহদ, প্রণেতা- মহম্মদ আহমদ বাশমিল, পৃ: ২৩৭-২৩৮)

বাকী ইনশা'আল্লাহ আগামীতে বর্ণনা করব।

ফিলিস্তিনবাসীদের জন্য দোয়া করুন আল্লাহতা'লা যেন তাদের জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করেন। শত্রু তো নিজেদের সমস্ত নোংরা ষড়যন্ত্র ও কর্মপন্থার মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য মুখিয়ে আছে। বড়ো বড়ো শক্তিগুলো যুদ্ধ বন্ধ করার পরিবর্তে এটিকে বিস্তৃতি দেওয়ার চেষ্টা করছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট প্রথমে গত সোমবার যুদ্ধবিরতির জন্য বলেছিলেন। এখন বলছেন রমজানের পূর্বে যুদ্ধ বিরতি হবে আর সেটাও সাময়িক, শুধুমাত্র ছয় সপ্তাহের জন্য। এটা শুধুমাত্র ইসরাঈলকে সুযোগ দেওয়ার একটি কৌশল যেন এই সময়ের মাঝে তারা বিশ্রাম পাবে এবং পুনরায় উজ্জীবিত হয়ে অত্যাচার শুরু করবে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লাই আছেন যিনি তাদের হাতকে থামাতে পারেন। এজন্য অনেক দোয়া করুন।

একইভাবে যেসব দাতব্য সংস্থার মাধ্যমে তাদেরকে খাদ্য অথবা ঔষধ ইত্যাদি অথবা অন্য কোন সাহায্য পৌঁছানো সম্ভব, আহমদীদের করা উচিত। নিজেদের পরিচিতদের মাঝে তাদের পক্ষে অত্যাচার বন্ধ করার ব্যাপারে চেষ্টা করা উচিত। আমি পূর্বেও বলেছিলাম রাজনীতিবিদদের পত্র লিখুন। আর লিখ তে থাকুন আমাদের ক্লান্ত হলে চলবে না। রাজনীতিবিদদের বুঝান যা কিছুই তোমরা করছ তা বড়ো ভুল করছো। ফিলিস্তিনিদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা দোয়া এবং নিজেদের আধ্যাত্মিক অবস্থা উন্নত করার সামর্থ্য দান করুন।

ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধেও যেটাতে ইউরোপ ও আমেরিকার সরাসরি যোগদানের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে; এতেও বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আশংকা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। এজন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা বিশ্বকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করুন। সেখানে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি আর আমার পূর্বে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)ও একটি ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন, পারমাণবিক প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য দিয়েছেন। জামাতে যথেষ্ট রয়েছে। হোমিওপ্যাথির যে আমাদের বিভাগ রয়েছে তারা বলেও দিবে। এটির কমপক্ষে একটি কোর্স তিনবারের পুনরায় নিয়ে নেওয়া উচিত। একইভাবে ঘরে দুই তিনমাসের রেশন আহমদীদের রাখা উচিত। বিশেষ করে যেখানে সরাসরি যুদ্ধের আশঙ্কা রয়েছে।

যুদ্ধ না হলেও এর উপকারিতা রয়েছে। লোকেরা বলেছে পুরাতন রেশন যা জমা করেছিল তা বিভিন্ন দুর্যোগে ব্যবহৃত হয়েছে।

ইয়েমেনের আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরও মুক্তির দ্রুত ব্যবস্থা করুন। ইয়েমেনের সেনাবাহিনী অথবা একটি গোষ্ঠী তাদের সন্দেহ আহমদীয়া জামাত দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। তাদের সন্দেহ দূর হোক এবং তাদের দ্রুত মুক্তি হোক।

আল্লাহ্ তা'লা বিশ্ববাসীকে এই বিবেক দান করুন যেন তারা উন্নতির নামে পার্থিব নোংরামিতে নিমজ্জিত হবার পরিবর্তে আল্লাহ্ তা'লাকে শনাক্ত করতে পারে।মুসলমান দেশগুলোকেও আল্লাহ্ তা'লা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে একতাবদ্ধ হবার সামর্থ্য দান করুন। আমাদেরকেও সামর্থ্য দান করুন আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার বার্তাকে প্রত্যেক ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারি।

একটি দুঃখজনক সংবাদ রয়েছে। খিযির হায়াত চিমা সাহেবের পুত্র মুকাররম তাহের ইকবাল চিমা সাহেব, চক ৮৪ জেলা ফতেহপুর বাহাওয়ালপুর জামাতের প্রেসিডেন্ট, তাকে কিছুদিন পূর্বে শহীদ করা হয়েছে। اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْن ।

তাহের ইকবাল চিমা সাহেবের শাহাদাতের ঘটনা হলো, দুজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি ৪ মার্চ গুলি করে তাকে শহীদ করে। শাহাদাতের সময় মরহুমের বয়স ছিল ষাট বছর। আরো বিস্তারিত এ রকম, তাহের ইকবাল চিমা সাহেব তিনি চক ৮৪ ফাতাহপুর জেলা বাহাওয়ালপুর (পাকিস্ত ান) ফজরের নামাজ আদায় করার পর অভ্যাস অনুযায়ী প্রাতঃভ্রমণে বের হন। দুইজন অজ্ঞাত পরিচয় মোটরসাইকেল আরোহী তাকে পিছু নিয়ে গুলি করে। তাঁর মাথায় দুটি গুলি বিদ্ধ হয় যার ফলে তিনি ঘটনাস্থলেই শহীদ হয়ে যান। ঘটনার পর আক্রমণকারীরা পালিয়ে যায়। পুলিশ অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। কিন্তু সেখানে এই ব্যাপারে কোন তদন্ত হয় না। কিন্তু যাহোক মামলা করা হয়েছে। শহীদ মরহুমের কারো সাথে কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা অথবা বিদ্বেষ ছিল না। নিজ গ্রাম ও আশে পাশের এলাকায় পুণ্যবান ও ভদ্র ব্যক্তি বলে তার সুখ্যাতি ছিল। ধর্মীয় বিদ্বেষ ব্যতীত তার শাহাদাতের অন্য কোনো কারণ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

মরহুম শহীদের বংশে আহমদীয়াতের সূচনা তার প্রপিতামহ মোকাররম মুহিন খান সাহেবের ভাই হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর সাহাবী হযরত হুকুম দ্বীন সাহেব (রা.)-এর মাধ্যমে হয়েছিল। যিনি ১৯০৫ সালে চক ৪৬ উত্তর সারগোদা থেকে কাদিয়ান গিয়ে বয়আত করেছিলেন। আর কাদিয়ানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এরপর তিনি তার নিজ ভাইদের এবং বংশের অন্যান্য সদস্যদের বয়আত করে আহমদীয়া জামাতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আহ্বান করেন। যার ফলশ্রুতিতে মরহুম শহীদের পরদাদা মুহিন খান সাহেবসহ সকল ভাইয়েরা পত্রের মাধ্যমে বয়আত করে আহমদীয়া জামাতে অন্তর্ভুক্ত হন। পরবর্তীতে এই বংশ ৮৪ চক বাহওয়ালপুরে স্থানান্তরিত হয়। মরহুম শহীদ ১৯৬৪ সালে চক ৮৪ বাহওয়ালপুরে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানেই মেট্রিক অবধি পড়াশুনা করেন। কৃষিকাজের পেশায় যুক্ত হন। খোদার কৃপায় তিনি ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। শাহাদাতের সময় তিনি জামাতের প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেবা করার সুযোগ লাভ করছিলেন। এর পূর্বে তিনি সেক্রেটারী মাল হিসেবে এবং আনসারুল্লাহর যয়ীম হিসেবেও সেবা করার তৌফিক লাভ করেছিলেন। নিয়মিত চাঁদা আদায় করার পাশাপাশি নিয়মিত নামায ও রোযা ছাড়াও তাহাজ্জুদ নামাযের ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। সফরের সময়েও নামায আদায়ে বিশেষ ব্যবস্থাপনা করতেন। খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা রাখতেন। তিনি নিয়মিত আমার খুতবা শুনতেন এবং পরিবারের অন্যরা শুনেছে কি না সেটা যাচাই করতেন। শাহাদাতের সময় সকল আবশ্যিক (লাযেমি) চাঁদা ও হিস্যায় জায়েদাদ পরিশোধিত ছিল। জামাতের অতিথিদের বিশেষভাবে খেয়াল রাখতেন আর তাদের আতিথেয়তা নিজ ঘরেই করার চেষ্টা করতেন। জামাতীভাবে না করে ব্যক্তিগতভাবে আতিথেয়তা করতেন। সেখানে কবরস্থান ছিল না, শহীদ মরহুম সেখানে কবরস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন। পাকিস্তানে কবরস্থান নিয়ে অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয়। প্রায়শই কোনো না কোনো দুষ্ট ব্যক্তি বা দল আমাদের কবরের নামফলক ভেঙ্গে দিয়ে যায়। তিনি নিজের কবরস্থানের ব্যবস্থাও করেছিলেন। নিয়মিত কবর দেখাশুনা করতেন এবং যত্ন নিতেন। সেখানকার অবস্থার প্রেক্ষিতে এটাও অনেক বড়ো কাজ। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ তাদের নিজ আমানত তার কাছে রাখতেন যাদের মাঝে অনেক অআহমদীও অন্তর্ভুক্ত ছিল। যদি ভরসা থেকে থাকে তাহলে শুধু আহমদীর ওপরই ছিল যে সে সঠিকভাবে আমাদের আমানত রাখবে, আবার একইসাথে শত্রুতাও। এসব মানুষের এ এক অদ্ভুত রীতি। তবে যারা আমানত রাখতো তারাও সৎ প্রকৃতির ছিল। কিন্তু অন্যরা তবুও বোঝে না।

তার স্ত্রী কিশওয়ার নাহীদ সাহেবা বলেন, আমার মরহুম স্বামী আমার সাথে অত্যন্ত ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করতেন। ঘরে নামায ও হুযূরের খুতবা শুনার বিষয়ে খোঁজ খবর নিতেন। আমার আত্মীয় স্বজনদের সাথে সর্বদা ঘনিষ্ট ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতেন।

মরহুম শহীদের কন্যা মাদিহা তাহির সাহেবা বলেন, সর্বদা জামাতের সেবায় অগ্রগামী থাকতেন এবং আনুগত্যের মূর্তপ্রতীক ছিলেন। খিলাফতের সাথে অত্যন্ত সম্মান ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রাখতেন। অকুতোভয় ও সাহসী আহমদী ছিলেন। শিশুদের সাথে অত্যন্ত বন্ধুত্ব পূর্ণ সম্পর্ক রাখতেন। বাহওয়ালপুর জেলার আমীর সাহেব, বাহাওয়ালপুর জেলার মুরব্বী ও অন্যান্য কর্মকর্তারাও মরহুম শহীদের অনেক প্রশংসা করেছেন। অত্যন্ত বন্ধুবৎসল মানুষ ছিলেন। সৃষ্টির সেবার অনুপ্রেরণায় পরিপূর্ণ ছিলেন। অতিথি পরায়ণতার অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি ও ওয়াকফে জিন্দেগীদের সাথে আন্তরিকতার সম্পর্ক রাখতেন।

মরহুম শহীদ শোকসন্তপ্ত পরিবারে মোহতরমা স্ত্রী ব্যতিত দুই ছেলে, এক কন্যা রেখে গিয়েছেন। একজন ছেলে লুকমান আহমদ নিজ পরিবারসহ জার্মানীতে আছেন। এখানে ইংল্যান্ডে মাদিহা তাহের সাহেবা থাকেন। এক ছেলে সালমান তাহের মরহুম শহীদের সাথে সেখানেই কৃষিকাজ করতেন। আল্লাহ তা'লা মরহুম শহীদের মর্যাদা উন্নীত করুন। তার সাথে অনুগ্রহ ও ক্ষমার আচরণ করুন। আর সকল শোকসন্তপ্ত উত্তরাধিদেরকে অনুপম ধৈর্য দান করুন। তার পুণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার তৌফিক দিন। নামাযের পর তার জানাযার নামাযও পড়াবো ইনশাআল্লাহ।

****

১২৯ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২২ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৭, ২৮ ও ২৯ শে ডিসেম্বর ২০২৪ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

(১ম পাতার শেষাংশ..)
দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আর এগুলো যারা পালন করবে না তারা অহংকারী এবং দাম্ভিক আর এমন লোকদেরকে আল্লাহ্ তা'লা পছন্দ করেন না। অতএব আল্লাহ্ যাদেরকে পছন্দ করেন না, তাদের ইহকালও গেল আর পরকালও গেল। মহানবী (সা.)ও একদা এ বিষয়ে বিশেষভাবে সাবধান করেছেন। তিনি (সা.) বলেন, যার হৃদয়ে সামান্যও অহংকার থাকবে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করতে দিবেন না। এক ব্যক্তি নিবেদন করল যে, মানুষের আকাঙ্ক্ষা হলো, ভাল পোশাক পরিধান করবে, ভাল জুতা পরিধান করবে যেন তাকে দেখতে সুন্দর লাগে। তারা কাদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হবে? মহানবী (সা.) বললেন, এটি অহংকার নয়। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা নিজেই সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। তিনি (সা.) বলেন, মানুষ যখন অধিকার প্রদানে অস্বীকার করে তখন সেটি অহংকার বলে বিবেচিত হয়। মানুষকে হীনজ্ঞান করা, তাদেরকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা এবং তাদের সাথে মন্দ আচরণ করা– এসবই অহংকার।অতএব এই ঈদের দিন উত্তম কাপড় পরিধান করা, ভালভাবে প্রস্তুতি নেওয়া, সুগন্ধি লাগানোএ সবকিছুই আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে পছন্দনীয়। কিন্তু এগুলোকে দম্ভ এবং অহংকারের মাধ্যম বানানো, এটি আল্লাহ্ তা'লার পছন্দ নয়।

উক্ত আয়াতে যে বিষয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অবশেষে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা অহংকারী এবং দাম্ভি ককে পছন্দ করেন না– এ কথার মাঝে আল্লাহ্ তা'লার অধিকারের বিষয়টিও আছে আর বান্দার অধিকারের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'লার অধিকার হলো, যেন তাঁর ইবাদত করা হয়। এটি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লার অধিকার তথা তাঁর ইবাদাত যেন করা হয় এবং কোন কিছুকে তাঁর শরীক যেন না করা হয় কিন্তু এর দ্বারা বান্দারই উপকার সাধিত হয়। মানুষ জানতে চায়, এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'লার কী লাভ? এর উত্তর হলো, এতে আল্লাহ্ তা'লার কোন লাভ নেই। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের এক স্থ লে বলেন, মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য হ লো আল্লাহ্ তা'লার ইবাদাত করা তবে এর দ্বারা আল্লাহ্র কোন উপকার সাধিত হয় না। প্রকৃতপক্ষে আমাদের কল্যাণের জন্য এবং আমাদেরকে পুরস্কৃত করার জন্য, আমাদের সংশোধনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা ইবাদাতের দিকে আমাদের মনোযোগ আকষণ করেছেন। আমাদেরকে মন্দ বিষয় থেকে বিরত রাখার জন্য আমাদেরকে ইবাদাতের আদেশ দিয়েছেন, নামাযের আদেশ দিয়েছেন। এক স্থলে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ (সূরা আল্ আনকাবূত: ৪৬) অর্থাৎ নিশ্চয় নামায অশ্লীলতা এবং অপছন্দীয় কাজ থেকে বাধা প্রদান করে সকল যিকিরের তুলনায় আল্লাহ্র যিকিরই উত্তম। অতএব নামাযের, ইবাদতের, আল্লাহ্ তা'লার যিকিরের এবং আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ করার কল্যাণ আমরাই লাভ করি। আর আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে দুই ঈদের রাতে ইবাদাত করবে, তার হৃদয় সর্বদার জন্য জীবিত করে দেওয়া হবে।কত বড় সুসংবাদ। আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে ইবাদত করার ফলে সর্বদার জন্য পুরস্কার লাভ হচ্ছে। অতএব কেবল আনন্দ উদ্‌যাপন করার নাম ঈদ নয়। বরং এই রাতগুলো ইবাদতের মাধ্যমে জীবিত করার নাম ঈদ। আর এর ফলে সে সারা জীবনের জন্য আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করে। যারা মনে করে যে, রমযান শেষ হয়েছে, এখন আমরা আরামে ঘুমাতো পারবো। একদিকে রমযানে তো সেহেরীর জন্য জাগতো আর তখন দু'রাকাত নফলও পড়ত অথচ ঈদের দিন ফযরের নামাযে জাগার ক্ষেত্রেও অনেককে অলসতা করতে দেখা যায়। কারোনাকে বাহানা বানানো ঠিক নয়। ফজরের নামাযে মসজিদে আসবেন, ঈদের দিন যদি উপস্থিতি কম থেকে থাকে, তাহলে আগামীকাল ফযরে এটি পূর্ণ করুন। যেখানে আগামীকাল ঈদ তাদের ঈদের দিনের ফযরের বিষয়টি মাথায় রাখা আবশ্যক যেন নামাযে উপস্থিতি ভাল থাকে। অন্ততপক্ষে ঘরে ঘুম থেকে সময় মত উঠে সন্তানদের সাথে বাজামা'ত নামায আদায় করুন। যথাসম্ভব বাজামা'ত নামায পড়ার বন্দোবস্ত করুন। গত খুতবায়ও আমি যে বিষয়টি বলেছিলাম যে, ধিরে সুস্থে নামায আদায় করুন। রমযান শেষ হওয়া এবং আজ আমাদের ঈদ উদ্‌যাপন করা নিজেদের ইবাদাত থেকে পরিত্রাণ অথবা ঘাটতি অথবা ভালভাবে ইবাদত না করার অনুমতি মনে করা উচিত নয়। এই ইবাদতই আমাদের ইহকাল ও পরকালে আল্লাহ্ তা'লার কৃপার উত্তরাধিকারী বানানোর জামানত হবে।

অঙ্গ সংগঠনগুলির বাৎসরিক ইজতেমা, ২০২৪

সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর অনুমোদনক্রমে এ বছর মসজিলস খুদ্দামুল আহমদীয়া ও আতফালুল আহমদীয়া, মজলিস আনসারুল্লাহ্ এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্-এর বাৎসরিক ইজতেমা (২০২৪) ২৫,২৬ ও ২৭ শে অক্টোবর তারিখে (শুক্র, শনি ও রবিবার) অনুষ্ঠিত হবে। জামাতের সমস্ত সদস্যদের প্রতি অনুরোধ, আপনারা সেই অনুসারে দোয়ার সাথে উক্ত ইজতেমায় অংশগ্রহণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করুন।

(সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া, ভারত)

তাহরীকে জাদীদের সঙ্গে রমযানুল মুবারক এর নিবিড় সম্পর্ক

তাহরীকে জাদীদের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বরকতমন্ডিত রমযান মাসের সঙ্গে তাহরীকে জাদীদের গভীর সম্পর্কের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন,

" যদি তোমরা রমযান থেকে লাভবান হতে চাও তবে তাহরীকে জাদীদকে মেনে চল, আর যদি তাহরীদের উপকার করতে চাও তবে সঠিকভাবে রমযান থেকে উপকৃত হও। সাধারণভাবে জীবনযাপন করা, পরিশ্রম ও কষ্ট করা এবং নিজেকে ত্যাগ স্বীকারে অভ্যস্ত করে তোলাই হল তাহরীকে জাদীদ। রমযান তোমাদেরকে এই শিক্ষা দিতেই এসে থাকে। অতএব যে উদ্দেশ্যে রমযান এসেছে তা অর্জন করার জন্য সংগ্রাম রত থাক। প্রত্যেক ব্যক্তি চেষ্টা করা উচিত, তার রমযান যেন তাহরীক জাদীদ সম্বলিত হয় এবং এবং তাহরীক জাদীদ যেন রমযান সম্বলিত হয়। রমযান যেন আমাদের আমিত্বকে ধ্বংস করে এবং এবং তাহরীক জাদীদ আমাদের আত্মাকে সঞ্জীবিত করে। তাই আমি যখন বলি যে, রমযান থেকে লাভবান হও, তখন এর অর্থ ছিল যে, তাহরীকে জাদীদের উদ্দেশ্যাবলীকে তোমরা রমযানের আলোকে বোঝ। আর যখন আমি বললাম যে, তাহরীকে জাদীদের প্রতি দৃষ্টি দাও তখন ভিন্ন বাক্যে এর অর্থ হল, তোমরা প্রত্যেক অবস্থায় নিজেদের উপর রমযানে অবস্থা সৃষ্টি করে রাখ এবং নিজেদেরকে প্রকৃত ও নিরবিচ্ছিন্ন ত্যাগ স্বীকারে অভ্যস্ত করে তোল। যে রমযান প্রকৃত ত্যাগ ছাড়াই অতিক্রান্ত হয়ে যায় সেটি রমযান নয় এবং যে তাহরীকে জাদীদ আত্মার সতেজতা ছাড়া অবিাহিত হয় সেটি তাহরীক জাদীদ নয়। " (খুতবা জুমা, ৪ নভেম্বর, ১৯৩৮)

এই প্রসঙ্গেই ১১ই নভেম্বর, ১৯৩৮ সালের খুতবা জুমায়র শেষে হুযুর (রা.) জামাতকে তাহরীক জাদীদের জন্য চাঁদাদানকারীদের জন্য বিশেষ দোয়ার আহ্বান করে তিনি (রা.) বলেন,

" রমযানের আগামী শেষ দশ দিনকে তাহরীকে জাদীদ বিষয়ক পূর্বের কুরবানী সমূহের জন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এবং ভবিষ্যতের জন্য শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যায় কর। যারা বিগত বছরগুলিতে কুরবানী করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন তারা এর জন্য আল্লাহ তা'লার কাছে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করুন এবং প্রত্যেক দোয়াকারী প্রতেক কুরবানীকারীর জন্য দোয়া করুন যে, ধর্মের গৌরব ও মর্যাদা এবং দৃঢ়তার জন্য সে যে ত্যাগ স্বীকার করেছে তার প্রতিদানে আল্লাহ তা'লা তার উপর কৃপা ও রহমত বর্ষন করুন। এবং যে ভালবাসা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সে খোদার পথে কুরবানী করেছিল সেই অনুযায়ী তার প্রতি ভালবাসা ও কল্যাণ নাযেল করুন। আমীন॥" (আল ফযল, ১৫ই নভেম্বর ১৯৩৮, পৃষ্ঠা–৪)

দৈনিক আল ফযল কাদিয়ান ২৯ শে নভেম্বর, ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত ঘোষণা অনুযায়ী জামাতের একনিষ্ঠ সদস্যগণের প্রথম থেকেই রীতি হল, তারা সব সময় রমযান মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত অঙ্গিকারকৃত তাহরীকে জাদীদের চাঁদা একশত ভাগ পরিশোধ করে আল্লাহ তা'লার কৃপারাজি ও বরকত অর্জন করার চেষ্টা করেন। অতএব, আমরা যেহেতু আল্লাহ তা'লার কৃপায় আরও একবার অশেষ ঐশী রহমত ও বরকতের ধারক এই পবিত্র রমযান মাসে প্রবেশ করতে চলেছি, তাই তাহরীকে জাদীদের প্রত্যেক সাহায্যকারীর নিকট আবেদন এই যে, জামাতের এই অনন্য রীতি বজায় রেখে ২৫ শে রমযান তারিখ অর্থাৎ ৫ই এপ্রিল পর্যন্ত নিজেদের চাঁদা সম্পূর্ণ রূপে পরিশোধ করে হুযুর আনোয়ার (আই.)–এর দোয়া থেকে অধিক অংশ গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করুন। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে সকলকে অনেক অনেক তৌফিক দান করুন। আমীন॥

সমস্ত জেলা ও স্থানীয় স্তরীয় আমীরগণ, সদর, সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ ও মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেবগণের নিকট আবেদন করা হচ্ছে যে, অনুগ্রহপূর্বক নিজের নিজের জামাতের একশত ভাগ চাঁদা দানকারীগণের তালিকা ডাকযোগে এবং ই–মেল যোগে ওকালত তাহরীকে জাদীদ কাদিয়ানে প্রেরণ করুন। যাতে সমস্ত জামাতের সম্মিলিত তালিকা ২৯ শে রমযানের ইজতেমায়ী দোয়ায় হুযুর আনোয়ার (আই.)–এর সমীপে পেশ করা যায়। জাযাকুমুল্লাহ॥

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রহ.) বলেন,

"মাহে রমযান পাঁচটি ইবাদতের সমষ্টি। প্রথমটি হল রোযা রাখা, দ্বিতীয়টি ফরয নামায ছাড়াও রাত্রি জাগরণ অর্থাৎ রাতে নফল ইবাদতসমূহ (তারাবীহ, তাহাজ্জুদের নামায ইত্যাদি) আদায় করা এবং বিনয়ের সাথে নিজ প্রভুর কাছে সকল প্রকার মঙ্গল কামনা করা। তৃতীয়– বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করা। চতুর্থ– দান–খয়রাত করা এবং পঞ্চম– প্রবৃত্তির কুপ্ররোচনা হতে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করা।"

হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর জার্মানী সফর, ২০২৩ (সেপ্টেম্বর)

অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

Florstadt শহরের মেয়র হার্বার্ট আঙ্গার সাহেব বলেন: ৮ বছর পূর্বে মসজিদের শিল্যান্যের সময় যখন হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয় তখন তাঁকে দেখে অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব মনে হয়েছিল। আমার মতে তিনি একজন স্নেহশীল ব্যক্তিত্ব যিনি আপনাদের সঙ্গে স্নেহপূর্ণ আচরণ করেন এবং কথা বলেন। তিনি তাঁর পদমর্যাদা অনুসারে অত্যন্ত সম্মানীয় ব্যক্তি। এমন মর্যাদাবান ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রাণবন্ত রয়েছেন। আর তিনি ধর্মীয় নেতা হওয়া সত্বেও জাগতিক বিষয়াদি সম্পর্কেও অবহিত আছেন।

হুযুর আনোয়ার আজকের বক্তব্যে যে বলেছেন ,'মুসলমানদেরকে যদি ধর্মকে রক্ষা করার আদেশ না দেওয়া হত তবে আজ পর্যন্ত কোন ধর্মই অবশিষ্ট থাকত না। তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে আমি শতভাগ সহমত পোষণ করছি। এখানে হুযুরের আগমণ আমার জন্য গর্বের বিষয় ছিল।

নিডাটাল শহরের মেয়র মিশাইল হান সাহেব বলেন: কৃষিকাজ সম্পর্কে হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে বেশ ভাল আলোচনা হয়েছে এবং তাঁর সঙ্গে এ নিয়ে মত বিনিময়ের সুযোগ হয়েছে। তিনি আমাকে বলেছেন, তিনি জমি পরিমাপের জন্য একর ব্যবহার করেন, কিন্তু জার্মানীতে হেক্টর ব্যবহৃত হয়। আমরা এখানে কি কি উৎপাদন করি সে বিষয়ে তাঁর জানার আগ্রহ ছিল। আর তিনি আমার কাছে জানতে চান যে আমি কি ধরণের ফসল উৎপাদন করি? খলীফার ব্যক্তিত্ব আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে। এমন এক মহান ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হওয়া আমার জন্য অনেক বড় সম্মানের বিষয়। তিনি বলেছেন, আমাদের পরস্পরের সম্পর্ককে উন্নত করার চেষ্টা করা উচিত। তাঁর এই কথাটি আমার ভীষণ ভাল লেগেছে। তাঁর কথাবার্তা মনের গভীরে প্রবেশ করে আর মানুষের প্রকৃতি সম্মত ও সহজবোধ্য। ইসলামের শিক্ষার ব্যপ্তি ও গভীরতা দেখে আমি অভিভূত হয়েছি। খলীফা আমাদেরকে একে অপরের অধিকারের বিষয়ে যত্নবান থাকার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। খলীফা বলেছেন, মসজিদ বাজার সংলগ্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাঁর এই কথা আমার পছন্দ হয়েছে। কেউ কেউ বলে মসজিদ হওয়া উচিত ছিল শহরের কেন্দ্রস্থলে। কিন্তু আমি তাদের সঙ্গে একমত নই। আমি মনে করি, যুগ খলীফা যা কিছু বলেছেন তা একেবারে ঠিক। মসজিদের জন্য এটিই সব থেকে ভাল স্থান। আজ থেকে ছয়শ বছর পূর্বে এমনটাই হত। যে স্থানে মানুষ নিজেদের দৈনন্দিন কাজ ও কেনাবেচার জন্য যেত, সেখানে গীর্জাও থাকত, যাতে মানুষ নিজেদের নিত্যদিনের কাজের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকাণ্ডও অনায়াসে করতে পারে।

প্রাদেশিক সংসদ সদস্য টোবিয়াস উটার সাহেব বলেন, সম্প্রতি আমি ফ্রেডবার্গ শহরের মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে খলীফাতুল মসীহর ভাষণ শোনার সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু এবার অনেক কাছে থেকে দেখার ও ভাষণ শোনার সুযোগ হয়েছে। যুগ খলীফা গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ বলে মনে হয়েছে।তাঁর শব্দ চয়ন ও চিন্তাভাবনায় অনেক দূরদর্শীতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর বাচনভঙ্গিতে স্নেহের ছোঁয়া রয়েছে। আরও একটি বিষয় আমার খুব ভাল লেগেছে। তিনি কেবল নিজের লিখিত বক্তব্য পাঠ করেই শোনাননি,বরং প্রত্যেক বক্তার কথাও নিজের বক্তব্যে স্থান দিয়েছেন। তাঁর কথার মধ্যে অনেক প্রভাব সৃষ্টি হয়।

তিনি বর্তমান যুগের পরিস্থিতি অনুসারে একটি বিষয় স্পষ্ট করে দিয়েছেন। বর্তমানে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি বিরাজ করছে তার জন্য আমাদেরকেই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আর সব থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তুলে ধরেছেন তা হল, ঈমান আনয়নকারীদের আজ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমি যখন খলীফার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয় তখন তিনি একথাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তিনি সর্বত্র এই বাণীর প্রসার করেন যাতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

একজন অতিথি ক্রিস্টোফ মওরার সাহেব পেশায় একজন বিল্ডার। তিনি মসজিদের ছাদ নির্মাণের কাজ করেছেন। তিনি বলেন, খলীফার বাচনভঙ্গি আমার খুব পছন্দ হয়েছে। কেননা, তাঁর ভাষা অত্যন্ত সরল ও সহজবোধ্য ছিল। আমি তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে শতভাগ সহমত। একজন খৃষ্টধর্মাবলম্বী হওয়ার সুবাদে প্রতিবেশীদের প্রতি সদ্ব্যবহারের শিক্ষা আমার জন্য নতুন কিছু নয়। কিন্তু এখন আমি একথাও জানতে পেরেছি যে, ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের খোদা এক-অদ্বিতীয়। আমার জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল তিনি বলেছেন, শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে আমাদের মিলেমিশে থাকার এবং সংগ্রাম করার চেষ্টা কর া উচিত।

স্থানীয় পুলিশকর্মী ক্রিস্টোফার স্টার্ক সাহেব ২০১১ সালেও নিড্ডা মসজিদ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, আমাকে পুনরায় এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত করায় আমি ভীষণ আনন্দিত। খলীফার ভাষণ নিঃসন্দেহে যুগোপযোগী ছিল। আমার একটা বিষয় খুব ভাল লেগেছে যে, খলীফা তাঁর পূর্বের বক্তাদের ভাষণগুলির কথাও উল্লেখ করেছেন।

আমি তাঁর ভাষণের এই কথাটি অবশ্যই মনে রাখব যে, প্রতিবেশীদের অধিকারের বিষয়ে যত্নবান থাকা ভীষণ জরুরী আর ভ্রাতৃত্ববোধের প্রসার হওয়া উচিত। খলীফা একথার উল্লেখ করেছেন যে জাগতিক ব্যবসা বাণিয্যের পাশাপাশি নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে এখন আধ্যাত্মিক খাদ্যও এই মসজিদ থেকে গ্রহণ করা যাবে। এটি খুব সুন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ কথা।

অবসর প্রাপ্ত ব্যাংককর্মী এক অতিথি ক্রিস্টেন মেফিল্ড সাহেবা নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, খলীফার ভাষণ অসাধারণ আর অত্যন্ত সহজবোধ্য ছিল। খলীফা কেবল নিজের জামাতকে উদ্দেশ্য করেই ভাষণ দেন নি, বরং তাঁর ভাষণ দ্বারা সমগ্র বিশ্বের পথপ্রদর্শন করেছেন। আমি একথা জেনে আশ্চর্য হয়েছি যে কুরআন এর শিক্ষা কেবল মুসলমানদের জন্যই নয়, বরং সকল ধর্ম ও সমগ্র মানবজাতিকে রক্ষা করার শিক্ষা দেয়। খলীফা বলেছেন যে আমাদের সংঘবদ্ধভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পরিশ্রম ও সংগ্রাম করা উচিত। খলীফা বলেছেন, মসজিদ বাজার সংলগ্ন হলে এলাকার মানুষ জাগতিক ব্যবসা বাণিয্যের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক আহারও গ্রহণ করতে পারবে। আমার মনোযোগ সেদিকে কখনও কোনভাবেই নিবদ্ধ হয় নি, কিন্তু এই কথাটি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। কেননা, আমরা সত্যিই জীবন সংগ্রামে এতটাই নিমগ্ন হয়ে পড়েছি যে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ থাকে না। এখন আমরা মসজিদে এসে সেই সব জরুরী বিষয়গুলির দিকে পুনরায় মনোযোগ নিবদ্ধ করতে পারব।

মারিনা অল্ট সাহেবা আরও একজন অতিথি যিনি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজের মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, আমি আজ প্রথম বার হুযুরের সভায় অংশগ্রহণ করলাম। আমার জন্য এটা এক নতুন অভিজ্ঞতা ছিল। এটা আমার জন্য এক অভূতপূর্ব বিষয় ছিল। কিন্তু একটা সুখকর বিষয় ছিল। খলীফার ভাষণ শৈলী আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে।খলীফা যুগের বর্তমান পরিস্থিতির প্রকৃত চিত্র সুন্দরভাবে নিজের ভাষণের তুলে ধরেছেন। এছাড়াও তিনি শান্তি প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তাকে স্পষ্ট করেছেন। আমি আশ্চর্য হয়েছি যে, জামাত আহমদীয়া সমস্ত সেবামূলক কর্মকাণ্ড থেকে মসজিদ নির্মাণ নিজেদের চাঁদার মাধ্যমে সম্পাদন করে। খলীফার ভাষণ থেকে আমি একটি বার্তা সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি, সেটি হল এই যে, আমাদের পরস্পরের সম্পর্কের উন্নতি সাধনে অনেক পরিশ্রম করতে হবে যাতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। যুগ খলীফার ব্যক্তিত্বে অনেক বিনয় ও সহানুভূতি অনুভব করা যায়।

ভিয়োলা রাবিয়েন সাহেব স্থানীয় কাউন্সিলে কাজ করেন। তিনি প্রথম বারের জন্য হুযুর আনোয়ারকে সরাসরি দেখার সুযোগ পেলেন। এত বিরাট একট অনুষ্ঠান এমন সুচারু ও শান্তিপূর্ণ ভাবে সম্পন্ন হতে দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছি। একথা স্পষ্ট যে জামাত এই অনুষ্ঠানের জন্য অনেক পরিশ্রম করেছে। খলীফা যখন হলঘরে প্রবেশ করলেন, তখন সেখানে অদ্ভুত নীরবতা নেমে আসে, যা অনুভব করে অভিভূত হয়েছি। তাঁর ভাষণে অনেক কিছু বিষয় আমার ভাল লেগেছে। যেমন- ইসলাম অমুসলিমদেরকেও কত বেশি অধিকার দেয়, গৃহ সংলগ্ন গৃহটিকেই প্রতিবেশী বলা হয় নি, বরং ইসলামে এক ব্যপক অর্থে প্রতিবেশীদের অধিকার বর্ণিত হয়েছে। আর এই বার্তাটি আমার খুব ভাল লেগেছে। কেননা, আমি এই শহরের প্রশাসনের একজন সদস্য। তাই এটাই আমার আকাঙ্খা ছিল যে মসজিদটি শহরের কেন্দ্রে হওয়া উচিত। কিন্তু খলীফা যে কথাটি বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ বাজারের পাশাপাশি এখন গতিময় জীবনে মসজিদে এসে ক্ষণিকের বিরাম ও শান্তির দিকে মনোযোগ দেওয়ার অবকাশ পাওয়া যাবে। খলীফার এই চিন্তায় অভিনবত্বের ছোঁয়া ছিল যা আমার পছন্দ হয়েছে। ছবি ও ভিডিওতে আমি খলীফাকে পূর্বেও দেখেছিলাম। কিন্তু এখন তাঁকে সরাসরি দেখে এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব বলে অনুমান হল। যদিও তিনি অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির বলেই মনে হয়। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করে।

মার্কো গোশর সাহেব পেশায় একজন মেকানিক। তিনি বলেন, আমার মতে খলীফার ভাষণ অত্যন্ত ব্যপক ও গভীর চিন্তাধারায় পরিপূর্ণ ছিল। কেননা,এই অন্ধকারময় যুগে আমাদের সত্যিই একে অপরের প্রতি অনেক বেশি যত্নবান থাকা উচিত। এই বার্তা ভীষণ জরুরী। আজ খলীফার ভাষণ শুনে আমি পুনরায়

উপলব্ধি করলাম যে, সমস্ত ধর্ম এক-অদ্বিতীয় খোদার পক্ষ থেকে এসেছে।

ম্যাক্সি মিলিয়ান পার্জান সাহেব একজন ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজার। তিনি নিজের ভাবাবেগ ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, খলীফার ভাষণ আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে। তিনি কেবল জামাতের সদস্যদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন নি, বরং সকলের উদ্দেশ্যেই নিজের ভাষণ দিয়েছেন। যা কিছু তিনি বলেছেন, ধর্ম মত নির্বিশেষে সকলের জন্য এক অভিন্ন ও গুরুত্বপূর্ণ বার্তা ছিল। খোদার প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের জন্যই নয়, বরং যারা খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়, হুযুরের ভাষণ তাদের জন্যও আন্তরিক প্রশান্তির কারণ হয়েছে। আর হুযুর যা কিছু বলেছেন তাতে শান্তির প্রতি আকর্ষণই অনুভূত হচ্ছিল। তাঁর ভাষণ থেকে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি আমি শিখেছি সেটি এই যে ইসলামের শিক্ষা হল ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান পরিপূর্ণ হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না অপরের অধিকার পূর্ণ করা হয়। আমি অনুভব করেছি যে খলীফা একজন দৃঢ়চেতা ও আলোকিত চিন্তাধারার মানুষ। খলীফার মজলিসে বসার সুযোগ পাওয়া নিঃসন্দেহে আমার জন্য অনেক বড় সম্মানের বিষয় ছিল।

ডিজায়ার ভিরকনার সাহেবা নামে অতিথি বলেন, হুযুর শান্তির বাণী প্রসার করছেন। হুযুরের ভাষণের পূর্বে ইসলাম সম্পর্কে অত্যন্ত নেতিবাচক ধারণা বদ্ধমূল ছিল যা আজ মসজিদ উদ্বোধন এবং ভাষণের সাথেই পরিবর্তিত হয়েছে।

জেগলিন্দে এঞ্জালার সাহেব বলেন, কোন জায়গায় একত্রিত হওয়া এবং একসঙ্গে বসার ফলে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি হয়। এমন অনুষ্ঠানাদি ভ্রাতৃত্বের প্রসার ঘটায়। খলীফার বাণী বিশ্বজনীন যা সমগ্র বিশ্বের জন্য।

রোজি সাহেবা আরও একজন অতিথি। তিনি বলেন, হুযুরের ব্যক্তিত্ব তাঁকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে যা ভাষায় বর্ণণা করা যায় না। তিনি বলেন, রাত্রিতে আমি ঘুমাতে পারি নি। খলীফাকে দেখার জন্য ব্যকুল ছিলাম।' যুগ খলীফা আসার পূর্বে তিনি বেশ নার্ভাস ছিলেন।

মি. মেশো সাহেব বলেন, এই অনুষ্ঠানের আয়োজন আমি বেশ প্রভাবিত হয়েছি। আমি খলীফাকে প্রথম বার দেখলাম। তাঁর ব্যক্তিত্ব আমাকে প্রভাবিত করেছে। তিনি কুরআন করীমের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা উপস্থাপন করেছেন, যা থেকে আমি এই সিদ্ধানে উপনীত হয়েছি যে, ইসলাম কোন ভুল শিক্ষা উপস্থাপন করে না, বরং মুসলমানদের কার্যকলাপ ভুল।

ডেইতা রিচার নামে এক অতিথি বলেন, খলীফার বার্তা আরও মানুষের কাছে পোঁছে দেওয়া উচিত।অনুষ্ঠান অনেক উন্নত মানের ছিল।

গুদ্দি গোল নামে এক অতিথি বলেন, আমি খলীফাকে এই প্রথমবার দেখলাম। তাঁর ভাষণ বর্তমান পরিস্থিতির জন্য এক অত্যুৎকৃষ্ট কাজ। তাঁর ভাষণ থেকে জানা যায় যে ইসলামে মানুষের অধিকার এবং প্রতিবেশীদের অধিকার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আর আধ্যাত্মিকতার জন্য মসজিদ অত্যন্ত জরুরী।

সুভেন মুলার উইন্টার সাহেব বলেন, খলীফাকে প্রথম বার সরাসরি দেখলাম। আমার ধারণা ছিল না যে এত বিশাল ও সুব্যবস্থিত অনুষ্ঠান হতে চলেছে। অনুষ্ঠানের পূর্বে ভুল করে মসজিদের দিকে চলে গিয়েছিলাম আর এটা দেখে আশ্চর্য হলাম যে, সেখানে কত মানুষ নামাযের জন্য একত্রিত হয়েছে।

এমনকি কিছু মানুষ বাইরেও নামায পড়েছে। খলীফা শব্দ নির্বাচনে অত্যন্ত সাবধানী ছিলেন আর তাঁর কথার মধ্যে প্রজ্ঞা ছিল। তিনি ইসলামের যে শিক্ষা বর্ণনা করেছেন তাসকলের জন্য বোধগম্য ছিল এবং প্রত্যেকে স্বীকার করতে বাধ্য ছিল আর তাঁর কথাগুলি অন্যান্য ধর্মের শিক্ষার মধ্যেও পাওয়া যায়। তাঁর কথা শুনে আমি আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে আরও জানতে পেরেছি আর উপলব্ধি করতে পেরেছি যে আধ্যাত্মিকতার বিষয়ে আমার আগ্রহ আছে। আমি আজ এটাও শিখেছি যে, যে তিনটি প্রধান ধর্ম রয়েছে সেগুলি সত্যিই খোদার পক্ষ থেকে এসেছে। খলীফা অত্যন্ত নীরব ও গম্ভীর প্রকৃতির, এর পাশাপাশি তাঁর মধ্যে শান্তি ও স্থিরতাও অনুভূত হল। তিনি এক সৌন্দর্যময় সত্তার অধিকারী যার প্রভাব অন্যান্য মানুষের মনেও পড়ে।

মসজিদ সাদিক এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান

আজ কারবেন শহরে মসজিদ সাদিক এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান ছিল। হুযুর আনোয়ার (আই.) ৪:৫০ টায় নিজের বিশ্রামকক্ষ থেকে বের হয়ে আসেন এবং ফ্রাঙ্কফোর্ট থেকে কারবেন শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। এখান থেকে কারবেন শহরের দূরত্ব ১৯ কিমি। সত্তর মিনিট যাত্রা শেষে ৫:০৭টায় হুযুর মসজিদ সাদিকে পদার্পণ করেন। এর পূর্বে ২০১৪ সালের ১৭ই জুন হুযুর আনোয়ার এই মসজিদের গোড়াপত্তন করেছিলেন।

মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে শহর থেকে কয়েক কিমি দূরত্বে অবস্থিত টাউন হলে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

উক্ত অনুষ্ঠানে FDP এবং Die Grunen, SPD, CDUএর স্থানীয় ও প্রাদেশিক রাজনীতিক, ক্যাথোলিক চার্চ এর প্রতিনিধিবর্গ, প্রটেস্ট্যান্ট চার্চ এর প্রতিনিধিবৃন্দ এবং মোরম্যান রিজিওন কালচার এর প্রতিনিধিবৃন্দ পুলিশ, ফায়ার ব্রিগেড, উকিল, বিভিন্ন জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, স্পোর্টস ক্লাব এবং বিভিন্ন পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর তিলাওয়াতকৃত আয়াতের জার্মান অনুবাদ উপস্থাপন করা হয়।

এরপর জার্মানীর আমীর সাহেব পরিচিতিমূলক বক্তব্য রাখেন।

আমীর সাহেব বলেন, ১৯৭০ সালে কার্বেন শহরের গোড়াপত্তন হয়। কিন্তু শহরের শিকড় বহু প্রাচীন। কার্বেন শহরের নামের উল্লেখ ১৮২৭ সালে প্রথম পাওয়া যায়।

এই শহরে ১৯৮৭ সাল থেকে আহমদীরা এখানে বসতি স্থাপন করতে শুরু করে। কিন্তু ১৯৮৮ সালে যথারীতি এখানে জামাত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রারম্ভিক যুগে ৬টি পরিবারের ২৫ জন সদস্য নিয়েই ছিল জামাত আর সেই সংখ্যা ২৭৬ এ পোঁছেছে।

শুরুর দিকে বিভিন্ন বাড়িতে সেন্টার বানিয়ে নামায পড়া হত। পরে নামায ও ইজলাসের জন্য ছোট একটি ঘর ভাড়া নেওয়া হয়। ২০১৩ সাল পর্যন্ত সেই ঘর ভাড়া নেওয়া হত। এরপর শহরের টাউন হলের গুদামঘরে একটি জায়গা নেওয়া হয় যেখানে জামাত বিভিন্ন অনুষ্ঠান করত।

কার্বেন শহরে আহমদীয়া মুসলিম জামাত বহু বছর ধরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক গতিবিধির জন্য পরিচিত। ২০১৩ সাল থেকে আমাদের যুবকদের অঙ্গ সংগঠন শহরের আবর্জনা পরিস্কারের অভিযানে যুক্ত আছে। অনুরূপভাবে প্রতি বছর নতুন বছর উপলক্ষ্যে সাফাই অভিযানের আয়োজন করে।

২০২৩ সালে মসজিদের জায়গা নেওয়ার জন্য আলোচনা হয় এবং মসজিদ ভবনের প্রাথমিক আবেদন মঞ্জুর হয়। ২০১৪ সালে ৮৩৪ বর্গমিটার এর একটি জমি ক্রয় করা হয়। হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০১৪ সালের ৭ই জুন এখানে এসে মসজিদ সাদিক এর ভিত্তি শিলা স্থাপন করেন।

নামায হলের সঙ্গে একটি মাল্টিপারপাজ কামরাও নির্মিত হয়। উভয়ের সম্মিলিত আয়তন ১২৬ বর্গমিটার। এছাড়াও একটি অফিস রয়েছে এবং আরও কিছু ছোট ছোট কামরা রয়েছে যেগুলি অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হবে। মসজিদ সংলগ্ন একটি কিচেন ও গেস্টরুমও তৈরী করা হয়েছে। গম্বুজের ব্যাস ছয় মিটার। দুটি মিনার নির্মিত হয়েছে যাদের উভয়ের উচ্চতা সাত মিটার। এই মসজিদটি নির্মাণে মোট ৭লক্ষ ৫০ হাজার ইউরো ব্যায় হয়েছে।

জার্মানীর আমীর সাহেবের ভাষণের পর জার্মান পার্লামেন্টের সদস্যা নাতালিয়া পাভলিক সাহেবা নিজের ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন, হিজ হলিনেস এর সমীপে সালাম নিবেদন করছি। অনুরূপভাবে ন্যাশনাল আমীর আব্দুল্লাহ্ ওয়াগিশসার সাহেব এবং মেয়র সাহেব এবং সকল সম্মানীয় অতিথিদেরকে সালাম জানাচ্ছি।

এরপর তিনি বলেন, সর্বপ্রথম আমি আপনাদেরকে আমন্ত্রণের জন্য এবং এই মসজিদ সাদিক এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমাকে কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যগণ এই মসজিদের উদ্বোধনের ফল এমন একটি জায়গা পেল যেখানে তারা শান্তি খুঁজে পায় এবং আপনারা নিজেদের ইবাদতের জন্য একত্রিত হতে পারেন।

ধর্মীয় স্বাধীনতা জার্মানীর আইনের এক মৌলিক অংশ। কিন্তু আমরা যদি বিভিন্ন দেশের দিকে দৃষ্টি দিই তবে জানতে পারব যে, এই অধিকার সর্বত্র এমনভাবে পাওয়া যায় না। মানুষকে তাদের ধর্মের কারণে অত্যাচারিত হতে হয়। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, আহমদী মুসলমানদের উপরও এমন অত্যাচার হয়ে থাকে। এমনটি একাধিক দেশে হচ্ছে। যেমন-পাকিস্তান, বুর্কিনা-ফাসোর মত দেশে আপনাদের প্রিয়জনদের উপর জুলুম করা হচ্ছে, ধর্মীয় কারণে তাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, আপনাদের মসজিদ ও কবরস্তান ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে। সেখানে আপনাদের জন্য শান্তিতে থাকা সম্ভব নয়, আপনাদের প্রাণের ঝুঁকি রয়েছে। আমার মতে এমন ঘটনাবলীর ব্যাপক প্রচার হওয়া উচিত যাতে বিশ্ববাসী জানতে পারে। এরপর আপনাদের সঙ্গা দেওয়া সকল গণতন্ত্র প্রিয় মানুষের কর্তব্য। বস্তুত সংখ্যালঘুদের রক্ষা করা শান্তি রক্ষার উপায়। শান্তি তখনই স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যখন আমরা প্রত্যেকের জন্য এমন পরিস্থিতির তৈরী করতে সক্ষম হব যেখানে মানুষ স্বাধীনতা উপভোগ করবে এবং এবং অন্যায়-অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবে।

ধর্মের কারণে আমাদের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হওয়া কাম্য নয়। এই এলাকায় আমরা যে সকলে মিলেমিশে থাকি সেকথার উল্লেখ করা আমি সমীচীন মনে করি। আর এই কাজে আহমদীয়া মুসলিম জামাতেরও অনেক বড় ভূমিকা আছে।

কয়েক মাস পূর্বে আমি নিডডা শহরে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সঙ্গে তাদের শতবার্ষিকী জুবুলি উদযাপনের সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু

আমাদের অনেক সহনাগরিকরা জানেই না যে এত দীর্ঘদিন ধরে মুসলমানেরা আমাদের মাঝে বাস করে। সেই সময় আমি আপনাদের 'ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে' স্লোগান প্রকৃত বাস্তবায়নের সাক্ষী থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম এবং উপলব্ধি করেছিলাম যে এটা নিছক কোন স্লোগান নয় বরং আহমদীরা নিজেরাও এর মূর্ত প্রতীক। আপনারা কোন কিছুই গোপন করেন না আর জার্মনীতে আপনারা সক্রিয় রয়েছেন এবং সকলের সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ রয়েছে। আমার আকাঙ্খা, আপনাদের মসজিদ সাদিকে আপনারা আনন্দের সাথে একে অপরের সাথে মিলিত হোন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত করার দিকে এগিয়ে চলুন। ধন্যবাদ।

এরপর প্রাদেশিক সাংসদ সদস্য তোবিয়াস আট্টার সাহেব বক্তব্য রাখেন। তিনি সর্বপ্রথম হুযুর আনোয়ারকে সালাম নিবেদন করেন এব স্বাগত জানান। এরপর উপস্থিত অতিথিদেরকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কোন মসজিদ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমি এই দ্বিতীয়বার আপনাদের সামনে কিছু বলার সুযোগ পাচ্ছি। একজন সাংসদ হিসেবে আমি আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

তিনি বলেন- আহমদীয়া মুসলিম জামাত কারবেন মসজিদ উদ্বোধনের সুযোগ পাচ্ছে। এটা এ বিষয়ের প্রমাণ যে, জার্মানীতে সত্যিকার অর্থে সকলের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে। বর্তমান যুগে এসেও এই সুবিধা সর্বত্র এমনভাবে পাওয়া যায় না। নিশ্চয় আপনারা এটাও জেনে গিয়েছেন যে জার্মানীতে নির্মাণকাজ সংক্রান্ত আইন কতটা কঠোর। কিন্তু আপনারা এখন মসজিদ সম্পূর্ণ করে ফেলেছেন। মসজিদ এমন একটি স্থান যেখানে ইবাদত করা যায় কিন্তু সেই সাথে মানুষ এখানে পরস্পরের সাথে মিলিত হয় এবং এটা শান্তির স্থানও হয়ে থাকে। আমি প্রত্যেকবার আনন্দিত হই যে, জামাত আহমদীয়া কেবল নিজেদের সদস্যদের নিয়েই ভাবিত নয়, বরং আহমদী মুসলমানেরা নিজের ধর্মের বিষয়ে এ দিকে মনোযোগী থাকেন যাতে সমগ্র মানবজাতির সেবা করা যায়। হিজ হলিনেস সোমবার এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন যে, প্রতিবেশীদের সেবা করা ধর্মীয় কর্তব্য। আমি তোহেসসের আহমদী সোসাইটিরর সক্রিয় আহমদী সদস্যদের দেখতে পাই।

পাকিস্তানে আহমদী ও খৃষ্টানদের বিরোধিতা এবং তাদের উপর অত্যাচারের কথা উল্লেখ করে বলেন, যেহেতু এমন অত্যাচারীরা অন্যায়ভাবে ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে অপকর্ম করে বেড়ায়, তাই অনেকেরই ধর্মের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু বিশেষ করে এমন অন্ধকারময় যুগে খোদার জ্যোতির প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যায় আর শান্তি ও ভালবাসার প্রয়োজন বৃদ্ধি পায়। আমাদের এমন ব্যক্তির প্রয়োজন যিনি মানুষের ভ্রান্ত স্লোগানে ভয় পাবেন না। খলীফাতুল মসীহ বিভিন্ন সাক্ষাতানষ্ঠান এবং তাঁর ভাষণে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে জোর দিয়েছেন। এটি তাঁর রচনা Die Weltkriese und der Weg zum Frieden থেকে স্পষ্ট হয়।

কারবেন শহরে খলীফার আগমণ আমাদের জন্য অনেক বড় সম্মানের বিষয়। তাঁর আগমণে মসজিদ উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি বিশেষভাবে কল্যাণমণ্ডিত হয়েছে। এটি খোদা তা'লার ঘর, এটি যেন সর্বদা সম্প্রীতির ঘর হয়ে থাকে, যেখানে মানুষের সাহায্য করা হবে এবং তাদেরকে একে অপরকে সাহায্য করতে উদ্বুদ্ধ করা হবে আর খোদা তা'লার ভালবাসা যেন আমাদের উপর বর্ষিত হয়।

এরপর কার্বেন শহরের মেয়র গাইডো রান সাহেব নিজের ভাষণে বলেন: হুযুর আনোয়ারকে স্বাগত জানাই। আর উপস্থিত সমস্ত অতিথিদেরকে সালাম জানাই। জামাত আহমদীয়ার আধ্যাত্মিক নেতা ২০১৪ সালের পর দ্বিতীয় বার আমাদের কার্বেন শহরে এসেছেন। এটা আমাদের জন্য পরম সৌভাগ্যের বিষয়।আজকের এই অনুষ্ঠান কার্বেন শহরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এরপর মেয়র সাহেব বলেন মেয়র হিসেবে যে বিষয়টি নিয়ে আমি বিশেষ করে আনন্দিত সেটি হল আমি হলঘরে দৃষ্টি ফেরালে দেখতে পাই এই আপনারা কেবল আহমদী জামাতেরই সদস্য ননয, বরং সঠিক অর্থে কার্বেন শহরের অংশ হয়ে উঠেছেন। কেননা প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষকে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি। আপনারা প্রায় সমস্ত রাজনীতিক দলের প্রতিনিধিদের এখানে অমন্ত্রিত করেছেন। পুলিশকর্মী, ফায়ারব্রিগেড, স্থানীয় স্পোর্টস ক্লাবের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত আছেন। আপনারা দেখতে পারেন যে কার্বেন শহরের অনেক নাগরিক আপনাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন আর এখানে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে আপনারা এই শহরের প্রকৃত অংশ হতে পেরেছেন এবং সমন্বিত হয়েছেন। কার্বেনে আহমদীয়া মুসলিম জামাত এর ২৫ বছর পূর্ণ হয়েছে। এটা কম সময় নয়। এখন এটিই আপনাদের দেশ।

নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে কেবল আপনাদেরকেই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় নি বরং আমরাও অনেক বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে থেকেছি। কিন্তু একটা বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল আর সেটা এই যে, এখন এটা যাদের দেশ তারা নিজেদের একটা উপাসনাগারও বানাতে চাইবে। নিঃসন্দেহে এতে কিছুটা সময় ব্যয় হয়েছে। কিন্তু এখন আপনাদের সেই কাজ পূর্ণ হয়েছে। কার্বেন শহরে আমরা প্রত্যেক সেই ব্যক্তিকে স্বাগত জানাই যে আমাদের আইন মেনে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে চায়। আপনারা তো বিশেষভাবে এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি যত্নবান, বরং সোসাইটির কল্যাণকর অংশও বটে। অন্যদেরকেও এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে এবং আপনাদের কাছ থেকে শিখতে হবে।

এরপর মেয়র সাহেব বলেন, আমি একথারও উল্লেখ করে দিতে চাই যে, কেবল কারো ধর্ম বা জাতির ভিত্তিতে তার উপর অত্যাচার করা বা হত্যা করার বিষয়টি মোটেই বরদাস্ত করা হবে না। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে এই যুগেও এখনও এমন মানুষ পাওয়া যায়। এই জন্যই বলছি, ধর্ম নির্বিশেষে আমরা কার্বেন শহর সকলকে স্বাগত জানাই ।

আমি আনন্দিত যে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সর্বোচ্চ নেতা আমাদের মধ্যে বিদ্যমান এবং আপনারা সকলে এখানে এসেছেন। ধন্যবাদ।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

তাশাহুদ, তাউজ এবং তাসমিয়া পাঠের পর হুযুর আনোয়ার বলেন: সমস্ত অতিথিবৃন্দকে আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহু।

আল্লাহ্ তা'লার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা যে এত দিন পর জামাত আহমদীয়া মুসলিমা এই শহরে মসজিদ নির্মাণের তৌফিক পাচ্ছে। এই জন্য শহরের মেয়র, কাউন্সিলর এবং অন্যান্য নাগরিকদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যারা এই মসজিদ নির্মাণে আমাদের সাহায্য করেছেন। এই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কেবল মৌখিক নয় বরং এটা আমাদের ধর্মীয় কর্তব্য। ইসলামের আদেশ, ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ মুস্তফা (সা.) বলেছেন, যদি তোমরা মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ না হও তবে খোদার প্রতিও কৃতজ্ঞ নও। অতএব, এই দিক থেকে যারা এই কাজে আমাদের সাহায্য করেছেন এবং যাদের কল্যাণে আহমদীয়া মুসলিম জামাত এই শহরের বুকে এই ছোট্ট মসজিদটি লাভ করেছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানানো আমাদের ধর্মীয় কর্তব্যও বটে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আব্দুল্লাহ সাহেব, জার্মানীর আমীর সাহেব এই শহরের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, মসজিদটি শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এটা খুব ভাল কথা। শহরে যেখানে জাগতিক বিষয়াদির জন্য নানান সুযোগ সুবিধা থাকে সেখানে খোদা তা'লার ইবাদতকারীদেরও একটা স্থান হওয়া উচিত যাতে তারা সেখানে একত্রিত হয়ে খোদার ইবাদত করতে পারে। মসজিদও থাকুক, চার্চও থাকুক এবং অন্যান্য ধর্মের উপাসনাগারও থাকুক। এগুলি যখন একত্রে থাকবে তখন জানা যাবে যে ধর্ম একে অপরের সাথে বসার এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বসবাস করার শিক্ষা দেয়। কোনও ধর্মেই উগ্রবাদের শিক্ষা দেওয়া হয় নি কিম্বা বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টির শিক্ষা দেওয়া হয় নি। আমাদের ঈমান অনুসারে সমস্ত আম্বিয়া খোদার পক্ষ থেকে এসেছেন। তাই খোদা তা'লা তাঁদেরকে এই শিক্ষা দিয়ে প্রেরণ করেছেন যে,তোমরা খোদার ইবাদতের প্রতি মনোযোগ দাও। একে অপরের অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগ দাও। শান্তি, ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের প্রসারের জন্য মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ কর। এই দিক থেকে এটা একটা ভাল দিক, আমরা এমন একটা জায়গায় মসজিদ পেয়েছি যেখানে শহরের কেন্দ্রে থেকে আমরা মানুষকে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে বলতে পারব। মুষ্টিমেয় মুসলমান ইসলামের যে মলিন ভাবমূর্তি তুলে ধরেছে এবং দুর্ভাগ্যবশত অধিকাংশ মানুষ সেটাকেই বিশ্বাস করে বসেছে, আমরা মানুষের সেই ভ্রান্ত বিশ্বাসের অপনোদন করতে সক্ষম হব এবং কুরআন করীম ও হযরত মহম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর রীতি ও আদর্শের আলোকে মানুষকে বলতে পারব যে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা হল শান্তি, ভালবাসা ও সম্প্রীতির।

হুযুর আনোয়ার বলেন-'শুরুর দিকে মসজিদ নিয়ে অনেকেই বিরোধিতাও করেছে। যেমনটি আমাদের আমীর সাহেব বলেছেন আর তাদের বিরোধিতা হয়তো কিছুটা সঙ্গতও বটে, কারণ যেমনটি আমি প্রথমেই বলেছি, তারা মুসলমানদের আচরণ দেখেছে। তারা দেখেছে যে মুসলমানদের মধ্যে উগ্রতা ও চরমপন্থা পাওয়া যায়। তারা দেখেছে যে অধিকাংশ দেশে মুসলমানের একে অপরের অধিকার প্রদান করে না। হয়তো এই কারণেই তাদের আপত্তি ছিল। কিন্তু যখন তারা আমাদের মসজিদ দেখবে, আমাদের আচরণ দেখবে, ইসলামের প্রকৃত নমুনা দেখবে, তখন তাদের যাবতীয় সংশয় দূর হবে। আর যেমনটি মানুষের কর্মকাণ্ডই প্রমাণ করেছে যে সেই সব মানুষ বিরোধিতা করেছিল তারাই আজ আমাদের বন্ধু। তারা এখন বিরোধিতা ত্যাগ করেছে। ক্রমশ এই বিরোধিতা হ্রাস পাবে আর মানুষ ইসলাম সম্পর্কে আরও বেশি পরিচিত হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন-'অনুরূপভাবে সরকারের পক্ষ থেকে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিও এসেছেন। তিনি খুব সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, ধর্মীয়

এরপর শেষের পাতার...

পবিত্র রমযানে আমাদের করণীয়

"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য রোযা বিধিবদ্ধ করা হল, যেভাবে তোমাদের পূর্ববতীদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন করতে পার।" (সূরা বাকারা: ১৮৬)আল্লাহ্ তা'লার একমাত্র মনোনীত ধর্ম হল ইসলাম। ইসলাম ধর্মের দ্বিতীয় রোকন বা স্তম্ভ হল রোযা। এই রোযা বা উপবাস-ব্রত পালন সকল ধর্মেই কোন না কোন আকারে পাওয়া যায়।

বছরের অসাধারণ ও অন্যতম একটি মাস হচ্ছে রমযান, "তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাসকে পায় সে যেন এতে রোযা রাখে।" (সূরা বাকারা: ১৮৬)বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, "যে ব্যক্তি বিশ্বাস ও আন্তরিকতা এবং উত্তম ফল লাভের আশায় রমযান মাসে রোযা রাখে, তার পূর্বের সকল গুনাহ্ ক্ষমা করা হয়। "সূফীগণ লিখেছেন, "এ মাসে বান্দার আত্মাকে জ্যোতির্ময় করার উত্তম সুযোগ পাওয়া যায়। তাছাড়া, এই মাসে বহুল পরিমাণে 'কাশ্ফ' বা 'দিব্যদর্শন' লাভ হয়ে থাকে। নামায তাযকিয়া-এ নাফ্স বা আত্মশুদ্ধি সাধন করে এবং রোযাতে 'তাজাল্লীয়ায়ে-কাল্ব (আত্মার উজ্জ্বলতা) সাধন হয়।"

রমযানের ইবাদত সম্বন্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেছেন, 'মাহে রমযান পাঁচটি ইবাদতের সমষ্টি।'আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মনের পবিত্রতা সাধনের জন্য দৈহিক-সম্পর্ক কিছুটা ছিন্ন করা এবং সাংসারিক বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ একান্তই প্রয়োজন। খোদা তা'লার অভিপ্রায় এটাই যে, একটি খাদ্যকে কম করে অপর একটি খাদ্যকে বর্ধিত করা। ইসলাম ধর্মে মূলত এই রোযা পালনের মধ্যে আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আরোপ করেছে। অর্থাৎ ইসলাম রোযাকে পূর্ণ মাত্রার আত্মোৎসর্গ-স্বরূপ মনে করে থাকে। রোযার মাহাত্ম্য বোঝাতে গিয়ে মহানবী (সা.) বলেছেন, "প্রত্যেক জিনিসের জন্য যেমন নির্দিষ্ট দরজা বা পথ থাকে, তেমনি ইবাদতের দরজা হল, 'রোযা', আর রোযাদারের দরজা হল 'রাইয়ান' নামক দরজা।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "রোযা ঢাল-স্বরূপ, দোযখের অগ্নি থেকে রক্ষা লাভের নিরাপদ দূর্গ।" পবিত্র রমযানের শিক্ষা হল, দৃঢ় মনোবলের সঙ্গে রোযা রাখার পাশাপাশি ফরয ইবাদত আদায়ের সাথে রাত জেগে নফল ইবাদত করা, অধিক হারে কুরআন তিলাওয়াত করা এবং এর অন্তর্নিহিত তত্ত্বসমূহ অনুধাবন করা। কারণ, কুরআন ও রমযান ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। এ মাসে কুরআন তেলাওয়াত এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, মহানবী (সা.)-কে হযরত জিব্রাঈল (আ.) কুরআন পুনরাবৃত্তি করে শোনাতেন। রমযানে বিনীতভাবে দোয়া করারপাশাপাশি ঝড়ের গতিতে দান-সদকাহ্ করতে থাকা, যার ওপরেও আদেশ প্রদান করা হয়েছে। নাফ্সের যাবতীয় কু-প্রবৃত্তির কু-প্ররোচনা থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা করা আর বেশি বেশি যিকরে ইলাহী করা, যা আত্মাকে সতেজ রাখে। কম আহার গ্রহণে আত্মশুদ্ধি ও কাশ্ফি শক্তি বা দিব্যদর্শন-শক্তিসমূহ বৃদ্ধি পায়। রোযাদার সর্বদা আল্লাহ্র হাম্দ, তস্বীহ ও তাহ্লীলের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখে, যাতে তার দ্বিতীয়-খাদ্য লাভের সৌভাগ্য হয়।"

(আল্-হাকাম, ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ)

"লাআল্লাকুম তাত্তাকুন" (সূরা বাকারা: ১৮৬)। রমযান মাস হলো তাক্ওয়া অর্জনের মাস। বান্দা নিজেদের মাঝে এক অভিনব পরিবর্তন সাধন করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর নৈকট্যের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে তাঁর প্রিয়ভাজন হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে পারে। সংযমী মনোভাব গড়ার পাশাপাশি তাক্ওয়া-ভিত্তিক সমাজ গঠন এবং আধ্যাত্মিকতা লাভের পূর্ণ সুযোগ এনে দেয় এই মাস। অর্থাৎ, পুণ্যকর্মের ক্ষেত্রে সারা বছরের ঘাটতি পূরণের অপূর্ব সুযোগ এনে দেয়।এই মাসের মধ্যে একটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ রাত হল "লায়লাতুল ক্বদর", যা হাজার রাত্রি অপেক্ষা উত্তম। এই রাতে অধিক হারে ইবাদত ও দোয়া করার পাশাপাশি কুরআন পাঠ এবং বেশি বেশি করে তওবা ও ইস্তেগফার করার অতুলনীয় সুযোগ এনে দেয়। অতএব আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য এ রমযান সবদিক দিয়ে বরকতময় করুন, আমীন (সৌজন্যে: পক্ষিক আহমদী, ১৫ই এপ্রিল, ২০২১)

রমযান প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) বলেছেন:

"অনেক লোক ছোট ছোট কষ্টে ভীত হয়। এ শ্রেণীর লোকও সারা মাস রোযা রাখে এবং কষ্ট করে। এর দ্বারা তারা প্রমাণ করে যে,তারা উপবাস করতে এবং এর কষ্ট সহ্য করতে সক্ষম। এরূপে তাদের কষ্ট স্বীকার করার অভ্যাস হয়ে যায়। অতএব এ শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, ধর্মের সেবার জন্যে অধিকতর উদ্যমী হওয়া আবশ্যক এবং কষ্ট দেখে ভীত হওয়া উচিত নয়। লক্ষ্য করা উচিত, কাজ করার সংকল্প বা নিয়্যত করা ও না করার মাঝে কত পার্থক্য রয়েছে। রমযান মাসে নিয়্যত করা হয় যে, রোযাদার দিবাভাগে ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্য করবে। কিন্তু অন্য সময়ে এ নিয়্যত থাকে না বলে তখন দু ঘন্টার ক্ষুধা ও পিপাসাও সহ্য করা যায় না। সুতরাং নিয়্যত বা সংকল্পের দ্বারা বড় বড় কাজ করা সম্ভব। অনুরূপভাবে আমাদের নিয়্যত এবং সংকল্পকে এভাবে দৃঢ় করে নেওয়া উচিত, যেন আমরা খোদার ধর্ম প্রচারে কোনও ত্রুটি না করি এবং ধর্মের বিষয়ে কোন কষ্টকে কষ্ট বলে মনে করি না।

(দৈনিক আল ফযল, ১২-২-১৯৬৪)

প্রসঙ্গ রোযা

রোযা সম্বন্ধে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

যে ব্যক্তি অসুস্থ এবং মুসাফির অবস্থায় রোযা রাখে সে খোদা তা'লার স্পষ্ট হুকুম অমান্য করে। খোদা তা'লা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন অসুস্থ এবং মুসাফির যেন রোযা না রাখে। অসুস্থ সুস্থ হলে, মুসাফিরের সফর শেষ হলে রোযা রাখবে। খোদার এই আদেশ শিরোধার্য করা উচিত। কেননা নাজাত ফযলের ফলে হয়। নিজের আমলের জোর দেখিয়ে কেউ নাজাত পেতে পারে না। খোদা তা'লা এটা বলেন নি যে, অসুস্থ ছোট অথবা বড় আর সফর ছোট অথবা বড়, বরং হুকুম সাধারণভাবে। আর এর উপর আমল করা উচিত। অসুস্থ এবং মুসাফির যদি রোযা রাখে তাহলে তার উপর আদেশ ভঙ্গের ফতোয়া অবশ্যই লাগবে।

(বদর, ১৭ই অক্টোবর, ১৯০৭, ফিকাহ আহমদীয়া, পৃ: ২৯০)

রোযা সম্বন্ধে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন:

কেউ কেউ আছেন যারা ছোট ছোট বাচ্চাদের রোযা রাখান অথচ প্রত্যেক ফরয হুকুমের জন্য আলাদা আলাদা সীমা ও আলাদা সময় আছে। আমাদের দৃষ্টিতে কিচু বিধিনিষেধের সময় চার বছর বয়স থেকে শুরু। আর কিছু এমন আছে যার সময় সাত বছর থেকে শুরু। আর কিছু এমন আছে যার সময় সাত বছর থেকে বারো বছরের মধ্যে। আর কিছু এমন আছে যার সময় ১৫ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে। আমার নিকট রোযার হুকুম ১৫-১৮ বছরের বাচ্চার উপর। আর এটাই সাবালক হওয়ার সময় সীমা। ১৫ বছর থেকে রোযা রাখার অভ্যাস করাতে হবে আর ১৮ বছর বয়সে রোযা ফরজ মনে করা উচিত। আমার স্মরণ আছে, যখন আমরা ছোট ছিলাম তখন আমাদেরও রোযা রাখার শখ হতো,কিন্তু হযরত মসীহ মওউদ (আ.) রোযা রাখতে দিতেন না। সুতরাং বাচ্চাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য তাদের শক্তি বাড়ানোর জন্য রোযা রাখা থেকে তাদের বাধা দেওয়া উচিত। তারপরে যখন সময় এসে যায়, যখন তারা নিজেদের শক্তিতে পৌঁছে যাবে যা ১৫ বছর বয়সে তখন তাদের রোযা রাখানো হোক। আর সেটাও খুব ধীরের সাথে। প্রথম বছর যতগুলো রাখবে পরের বছর তার থেকে বেশি আর তৃতীয় বছরে তার থেকে বেশি, এইভাবে পর্যায়ক্রমে রোযা রাখার অভ্যাস বানানো হোক।

(আল ফযল, ১১ এপ্রিল, ১৯২৫, ফিকাহ আহমদীয়া, ২৯১ পৃষ্ঠা)

তিনি আরও বলেন:

বৃদ্ধ যার শক্তি শেষ হয়ে গেছে আর রোযা তাকে জীবনের বাকী কাজ থেকে বঞ্চিত রাখে তার জন্য রোযা রাখা নেকী নয়। তারপর সেই শিশু যার শক্তি অর্জনের অধ্যায় চলছে আর সামনের ৫০/৬০ বছরের জন্য শক্তি সঞ্চয় করছে তার জন্যও রোযা রাখা নেকী হতে পারে না। কিন্তু যার মধ্যে শক্তি আছে সে রমযান পায় সে যদি রোযা না রাখে তবে সে পাপের ভাগীদার হবে।

(আল ফযল, ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫, ফিকাহ আহমদীয়া, ২৯১ পৃষ্ঠা)

সদকাতুল ফিতর আদায়

আলহামদোলিল্লাহ মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে পবিত্র রমযান মাস শুরু হয়েছে। ইসলামে ফিতরানা আদায়ের জন্য এক 'সা' (যা প্রায় ২ কিলো ৭৫০ গ্রাম) -এর হার নির্ধারিত রয়েছে। জামাতের সদস্যদের উচিত সঠিকহারে রমযানের প্রথম বা দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে সদকাতুল ফিতর দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা। যেহেতু ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ফসলের (চাউল ও গম)-এর মূল্য ভিন্ন, এই কারণে নিজেদের স্থানীয় মূল্যে নির্ধারিত হার (২ কিলো ৭৫০ গ্রাম ফসল) অনুসারে ফিতরানার চাঁদা দান করুন।

পঞ্জাবের জন্য এবছর সাদকাতুল ফিতর মাথাপিছু ৬৫ টাকা নির্ধারিত হয়েছে। স্থানীয় জামাতে অভাব-পীড়িত ও সদকা পাওয়ার যোগ্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ থাকলে সদকাতুল ফিতরের মোট অর্থের নব্বই শতাংশ পর্যন্ত মজলিসে আমেলার পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিতরণ করা যেতে পারে। অবশিষ্ট অর্থ মরকযে জমা করে দিতে হবে। জামাতে যদি দরিদ্র ও সদকা পাওয়ার মত ব্যক্তি না থাকে তবে সেই জামাতে সংগৃহীত অর্থের সম্পূর্ণটাই সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার জামাতী খাতায় জমা করে দিতে হবে।

স্পষ্ট থাকে যে, ফিতরানার অর্থ মসজিদ বা অন্যান্য প্রয়োজনে খরচ করার অনুমতি নেই।

(নাযির বায়তুল মাল আমাদ, কাদিয়ান)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly

BADAR

Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025

Vol-9 Thursday, 11 April, 2024 Issue No.15

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক আর তাদের দেশ জার্মানীর আইন মানষকে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করে। আমরা এরজন্য জার্মানী সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। কেননা এই ধর্মীয় স্বাধীনতার কারণেই অনেক পাকিস্তানী এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছে, কেননা সেখানে তাদের নিজের দেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল না। এখানে এসে তারা অনায়াসে সরকারের আশ্রয়ে থাকার সুযোগ পেয়েছে এবং নির্বিঘ্নে নিজেদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করছে। এই দিক থেকে আমরা অবশ্যই সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ যে, একদিকে যেমন যে সব দেশে ধর্মীয় স্বাধীনতাকে পদদলিত করা হচ্ছে বা যে কোন স্বাধীনতাকে পদদলিত করা হচ্ছে, এই সব দেশে তাদেরকে স্বাগত জানানো হয় এবং নিজেদের মধ্যে একীভূত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি আরও একটি সুন্দর কথা বলেছেন যেটা এই যে, এখানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ সম্প্রীতি সহকারে বাস করে এবং আর যেমনটি আমি প্রথমেই বলেছি, এটাই সকল ধর্মের শিক্ষা। প্রত্যেক ধর্মের প্রবর্তক এই শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন যে, একদিকে মানুষ যেমন তার সৃষ্টিকর্তার ইবাদত করবে, তেমনি নিজেদের পরস্পরের অধিকার প্রদান করবে এবং পরস্পরের প্রতি সদাচার করবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন- 'অধিকার প্রদান করা ইসলামের মৌলিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম এই শিক্ষা দেয় না যে কেবল নিজের অধিকারের জন্য লড়াই কর। ইসলাম শিক্ষা দেয়, অপরের অধিকার প্রদানের চেষ্টা কর। যখন অপরের অধিকার প্রদানের চেষ্টা করবে তখন পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ভালবাসা ও সম্প্রীতির পরিবেশ গড়ে উঠবে। পৃথিবীতে আজ এই বিষয়টিরই আজ প্রয়োজন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সংসদ সদস্য এখানে উপস্থিত হয়েছেন। দুই দিন পূর্বেও তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়েছে। তাঁর কথাও শুনেছি। তিনি সেই কথাগুলিই নিজের ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন এবং জামাত আহমদীয়ার সঙ্গে নিজের সুসম্পর্কের কথা জানিয়েছেন। তাই তাঁর প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তিনি একথাও বলেছেন যে, কিছু কিছু স্থানে ধর্মের নামে নরহত্যা চলছে, যার অনুমতি ধর্ম কখনই দেয় না। ধর্ম শিক্ষা দেয় অপরের সেবা কর। যেখানেই আমাদের জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বিশেষ করে আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায়, সেখানে আমরা কেবল মুসলমানদের সেবা করি না, বরং প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী মানুষের সেবা করছি। আফ্রিকায় আমারেদ স্কুল ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত আছে। অনুরূপভাবে আদর্শ গ্রাম প্রকল্প গ্রহণ করা হয়,যেখানে পানীয় জলের সুবিধা দেওয়া হয়। এই সব সুযোগ সুবিধা ভোগকারীদের মধ্যে ৮০ শতাংশই এমন যাদের জামাত আহমদীয়ার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। তারা খৃষ্টান বা অন্যান্য ধর্মের মানুষ। তাই জামাত আহমদীয়া কেবল মৌখিকভাবেই ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা প্রচার করে বেড়ায় না, বরং বিভিন্ন দারিদ্র পীড়িত দেশে কর্মযোগে এর বাস্তবায়নও করে থাকে। সেখানে অভাবপীড়িতদেরকে ধর্মনির্বিশেষে শিক্ষা দান করা হচ্ছে, তাদের চিকিৎসা করা হচ্ছে, তাদের জন্য পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে। পরিস্কার পানীয় জলের গুরত্ব কতখানি তা আমরা এখানে উন্নত দেশে থেকে কল্পনাও করতে পারি না। যদিও সরকারের পক্ষ থেকে বার বার জলের অপচয় বন্ধ করার জন্য সতর্কতা জারি করা হয়।যারা পরিষ্কার পানীয় জল তো দূরে থাক, তাদের শিশুদেরকে সামান্য পরিমাণ জল নিতে কয়েক কিমি পথ অতিক্রম করতে হয়। এরপর তারা মাথায় একটি বালতিতে করে যে জল নিয়ে আসে তাতেই তাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের কাজে লাগে। সেই সব দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমাদের স্বেচ্ছাসেবীরা গিয়ে কাজ করে, নলকূপ স্থাপন করে, পাম্পসেট স্থাপন করে এবং তাদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দেয়। যখন তাদের বাড়ির সামনে তারা নলের জল দেখতে পায়, পানীয় জল দেখতে পায় তখন তাদের আনন্দ ও উচ্ছ্বাস দেখার মত দৃশ্য হয়। এখানে কেউ বিরাট অংকের লটারি পেলে যতটা খুশি হয়, তারা পরিস্কার পানি পেয়ে ততটাই খুশি হয়। তারা এই ভেবে খুশি হয় যে, যাক বাঁচা গেল, অত দূরে গিয়ে জল বয়ে আনতে হবে না, তাও আবার অপরিস্কার জল যা পেটে গেলে রোগব্যাধির সংক্রমণ হয়। তাই জামাত আহমদীয়া এই ধরণের সেবাও পৃথিবীতে করে চলেছে। যেখানেই আমাদের প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে মসজিদ তৈরী হয় এবং সেই সঙ্গে এই সব প্রকল্পগুলিও গ্রহণ করা হয়। তবে কোন শর্ত থাকে না যে কেবল আহমদী মুসলমানেরাই এই সব সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে,অন্যরা করবে না। যেমনটি আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি, আশি শতাংশ এমন মানুষ এই সব প্রকল্প থেকে লাভবান হয় যারা আহমদী নয়। তিনি আফগানিস্তানের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যেখানে নারীদেরকে তাদের যথাযথ অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। ইসলাম ও কুরআন করীমের শিক্ষা হল নারীদের প্রতি সদয় আচরণ কর। বরং তাদের প্রতি উৎকৃষ্ট আচরণ কর। কুরআন করীমের আদেশ, যেমন তোমাদের ভাবাবেগ রয়েছে, অনুরূপ ভাবাবেগ মহিলাদেরও রয়েছে। যেমন তোমাদের কামনা বাসনা রয়েছে তেমনি তাদেরও কামনা বাসনা রয়েছে। তাদেরকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখ এবং তাদের কামনা বাসনা পূর্ণ করার চেষ্টা কর। তবে ইসলাম ধর্মের মধ্যে থেকে মহিলাদের সব ধরণের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। আমাদের আহমদী মেয়েদের মধ্যে অনেকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ, অর্থনীতিবিদ এবং বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এবং সেবার জন্য বিদেশেও যায় এবং নিজেদের জীবন মানব সেবার কাজে উৎসর্গীত করে দেয়। এই দিক থেকে এগুলি সবই মহিলাদের অধিকার। অনুরূপভাবে সম্পত্তির অধিকার রয়েছে, ইসলাম মহিলাদেরকে সব ধরণের অধিকার দিয়েছে।

যাইহোক ধর্মের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন ভীষণ জরুরী বিষয়। সমস্ত ধর্মের সহাবস্থান এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সমাজে ভালবাসার প্রসারের জন্য পরস্পরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন জরুরী এবং ইসলাম প্রত্যেক ধর্মকে সম্মান করার আদেশ দেয়। সম্প্রতি আমাদের আরও একটি মসজিদের উদ্বোধন হয়েছিল, সেখানে আমি বলেছিলাম যে, ইসলাম কেবল নিজের মসজিদ রক্ষার শিক্ষা দেয় না, বরং ইসলাম শিক্ষা দেয়, যদি কোন গির্জার উপর আক্রমণ হয় তবে তোমরা সেই গির্জাকেও রক্ষা করবে। যদি কোন সিনাগগ এর উপর আক্রমণ হয় তবে সেটিকেও রক্ষা করবে। যদি কোন মন্দিরের উপর আক্রমণ হয় তবে সেটিকেও রক্ষা করবে। তাই এই যে ইসলামের নামে গির্জায় আগুন লাগানো হচ্ছে, বিভিন্ন ধরণের আক্রমণ করা হচ্ছে- এগুলো ইসলামের শিক্ষা নয়,কুরআন করীমের শিক্ষা ঠিক এর বিপরীত, যেমনটি আমি বর্ণনা করেছি। কুরআন শিক্ষা দেয় সমস্ত ধর্মকে রক্ষা কর।

হুযুর আনোয়ার বলেন: মেয়র সাহেবও খুবই উচ্চ নৈতিকতাসম্পন্ন কথা বলেছেন। রাজনীতিক দলগুলির বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন। আজকের এই সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য উপস্থিতি আছেন। এটা প্রমাণ করে যে, জামাত আহমদীয়া নিজেকে এই সমাজের সঙ্গে একীভূত করছে, শুধু তাই নয়, বরং সকলকে একত্রিত করে এক মঞ্চে নিয়ে আসছে। এর কারণ, আমরা চাই পারস্পরিক ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ তৈরী হোক। একজন মানুষ হিসেবে অপর মানুষকে সম্মান করা উচিত। এই বিষয়টিই আমাদেরকে অপরের অধিকার প্রদানকারী বানায়। এটাই ইসলামের শিক্ষা। কুরআন করীম শিক্ষা দেয়, তোমাদের জন্য দুটি আদেশ রয়েছে। এক-নিজের সৃষ্টিকর্তার অধিকার প্রদান কর। দুই- মানুষের পরস্পরের অধিকার প্রদান কর। এর জন্য বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে যে কিভাবে একে অপরের অধিকার দিতে হবে। এই বিষয়টি তৈরী হয়ে গেলে আমরা আর নিজেদের অধিকারের জন্য লড়ব না, বরং অপরের অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগী হব। তখনই প্রকৃত শান্তি ও ভালবাসার পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই আমরা হলাম অধিকার প্রদানকারী এবং শান্তি স্থাপনকারী তিনি প্রতিবেশিদের অধিকারের বিষয়ে কথা বলেছেন। প্রতিবেশীদের অধিকার সম্পর্কে আমি এতটুকু বলে দিই যে ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সা.) প্রতিবেশীদের অধিকারের বিষয়ে এতটা গুরুত্বারোপ করেছেন যে, সাহাবাগণ মনে করে বসেছেন উত্তরাধিকার বন্টনের ক্ষেত্রেও হয়তো প্রতিবেশীদের অধিকার দেওয়া হবে। অতএব, এই সীমা পর্যন্ত ইসলামের শিক্ষা রয়েছে। এই বিষয়গুলিই সমাজে শান্তি, ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের প্রসার ঘটায়। এর জন্যই আমরা সারা পৃথিবীতে কাজ করছি। এই শিক্ষার জন্যই আমরা ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখি আর এই শিক্ষাই পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে।

আমি আশা করি মসজিদ তৈরী হয়ে যাওয়ার পর এই ভবনটি আপনাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে আরও বেশি জানতে সাহায্য করবে। আপনারা জানতে পারবেন যে, ইসলাম সম্পর্কে লোকে যে ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী করে রেখেছে, সেটা তাদের নিজস্ব স্বার্থের কারণে, পশ্চিমা বিশ্বের স্বার্থের কারণে। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই । ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষাই প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা। আমি দোয়া করি আল্লাহ্ তা'লা বিশ্ববাসীকে পারস্পরিক ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব সহকারে বসবাস করার তৌফিক দান করুন এবং সর্বোপরি নিজেদের স্রষ্টাকে সনাক্ত করে তাঁর ইবাদত করার তৌফিক দান করুন। জাযাকাল্লাহ।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir